রেজিষ্টার নং ৭৭ Rigistered No77. রেজিষ্টার নং৭৭

D. L. CALCUTTA MAR. 20.

অমৃতবাজারপত্রিকা

মূল্যঃ—অগ্রিম বার্ষিক ৮৲, ডাক মাশুল ১৸০, ষাণ্মাসিক ৪৲, ডাকমাশুল ৸০, ত্রৈমাসিক ৩, ডাক মাশুল ।৵০ আনা। অনগ্রিম বার্ষিক ১০৲, ডাক মাশুল ১৸০টাকা।
প্রতি খণ্ড ।৴ বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার ৴২, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৵০আনা। ইংরেজী প্রতি পংক্তি ।০আনা।

৯ম ভাগ { কলিকাতাঃ—২৭এ ফাল্গুন,—বৃহস্পতিবার, সন ১২৮২ সাল ইং ৯ই মার্চ্চ ১৮৭৬ সাল। } ৪ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

—ঃ০ঃ—

নিম্ন লিখিত পরীক্ষিত ঔষধ কলিকাতা ২৮নং ঝামাপুকুর শ্রীযুক্ত বাবু শশীভূষণ দের বাটীতেও ভদ্রেশ্বরে উক্ত বাবুর ডিস্পেন্সরিতে প্রাপ্য।

১। স্পিরিট ক্যাম্ফর্। এই মহৌষধ অতিসার ও উলাউঠা ব্যাধির বিশেষ উপকারী এবং ইহা দ্বারা অনেকে আরোগ্য লাভ করিয়াছে। মূল্য ।৸৵০

২। গ্রীষ্মকালীন পানীয় দ্রব্য। পরিশ্রান্ত ব্যক্তিগণ এক চামচে পান করিলে শরীর স্নিগ্ধ, হজমীকারক, অগ্নি বৃদ্ধিকারক ও পেটের উপদ্রব নাশ করিবে। মূল্য ।৸৵০

৩। বৃহৎ হিম সাগর তৈল। এই উৎকৃষ্ট তৈল গাত্রে ব্যবহারে বায়ু, পিত্ত রোগ সকল বিশেষ উপকার লাভ করিবে। যথাঃ—মাথা ঘোরা, বেদনা, শিরঃপীড়া, গাত্র জ্বালা, শরীর অবসন্নতা, হৃৎকম্প, চক্ষে ঘোর দর্শন, মস্তিষ্কের ক্ষীণতা, উদরাধ্যান, বায়ু উদ্গার ইত্যাদি। মূল্য ১৲

৪। বাতরাজ তৈল ইহাতে বিবিধ বাত যথা কামড়ালে, বিদ্ধলে, কনকনে, হাত পা অবশ, বা টেনে ধরা যত দিনের হউক না কেন নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। মূল্য ৸০

৫। চর্ম্ম রোগাদি তৈল। গরল, দাদ, চুলকণি, রক্ত কুষ্ঠ, পাঁচড়া, টাক, পারা দ্বারা বা শোণিতবিকৃত হইয়া ত্বকের উপর চক্রাকার মল্য। ৸০

৬। কর্ণপীড়া তৈল। ইহাতে কর্ণের বিবিধ পীড়া, কাণের ভিতর ঘা, ও রস বা পুঁজ পতন, বা বধিরতা দোষ আরোগ্য হইবে। মূল্য ।৷০

৭। শরীর শোধক বটিকা। মেহ ধাতুস্থ পীড়া, বহুমূত্র, শ্বেত প্রদর, স্ত্রীলোকের বাধক পুরাতন কাশী, অম্লপিত্ত, গুল্ম, অর্শ, দুর্ব্বলতা ও পুরুষত্ব হানি এক একটি রোগের ভিন্ন২ অনুপান দিয়া সেবন করিলে ত্বরায় আরোগ্য হইবে। মূল্য ১৵০

৮। গৃহিণী ও রক্ত আমাশয়ের বটিকা। ইহাতে নুতন বা পুরাতন আমাশয়, পেটের বেদনা, কামড়ানি, ও গৃহিণী পীড়ার শীঘ্র উপশম হইবে। মূল্য ৸০

৯। উপদংশ রোগ ও ঘার অতি উত্তম মলম পারাসংশ্লিষ্ট রহিত) নানা বিধ গরমির অন্যান্য ঘা। যথা নুতন, পুরাতন ঘা, নালি ঘা, অর্শ পীড়ার যে ঘা বলি থাকে, পারার ঘা, বিশেষতঃ নুতন ঘা এক সপ্তাহের মধ্যে আরোগ্য হইবে মূল্য ।৷০

এস, বি, দে এণ্ড ডি, এন, মিত্র, এল, এম, এস, কৃত।

বন্দুক! বারুদ!! অতিসস্তা!!

আমরা বিলাত হইতে উত্তম উত্তম বন্দুক, রায়ফল, পিস্তল, তলয়ার ও শীকারের সকল প্রকার সরঞ্জম এবং নানাবিধ বিলাতি দ্রব্যাদি সুলভ মূল্যে বিক্রয়ার্থে আনয়ন করিয়াছি। যাহার প্রয়োজন হইবেক তিনি, কলিকাতা ৩২ নং লাল দিঘির দক্ষিণ একস্চেঞ্জের পূর্ব্বস্থিত ডি, এন, বিশ্বাস কোং দোকানে প্রাপ্ত হইবেন।

ডি, এন, বিশ্বাস এণ্ড কোং।

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের

অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীচন্দ্রকিশোরসেনকবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়

১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

উপরোক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ বাঙ্গলা মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল, ঘৃত ও পাচনাদি সুলভ মূল্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা পূর্ব্বক ঔষধাদি প্রদান করেন।

বহুমূত্র পীড়ার মহৌষধ।

ইহা নিয়ম পূর্ব্বক ব্যবহার করিলে সামান্য বহুমূত্র এবং দৌর্ব্বল্য, হস্ত পদাদির জ্বালা ও মস্তিষ্কে হীনবল প্রভৃতি উপদ্রব সংযুক্ত সর্ব্বপ্রকার মূত্রাধিক্য ও মধুমেহ পীড়া নিঃশেষ আরোগ্য হয়।

এক মাসের ব্যবহারোপযুক্ত ঔষধ ২ কৌটা ৫ টাকা

ঘৃত ১ শিশি এক পোয়া	৪ টাকা
তৈল ১ ঐ ঐ	৪ টাকা
প্যাকিং ও ডাকমাশুল	২ টাকা

কুন্তল বৃষ্য তৈল।

ইহা ব্যবহারে নিশ্চয় কেশ হীনতা (টাক) দূর ও কেশ অকাল পক্কতা প্রাপ্ত না হইয়া বিশিষ্টরূপ বর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণন প্রভৃতি শিরোরোগ আরোগ্য মস্তিষ্ক সুশীতল ও চক্ষুজ্যোতি বৃদ্ধি হয়। ইহা অতি মনোহর গন্ধযুক্ত।

মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা ডাকমাশুল ।৵০ আনা

দন্তশোধন চূর্ণ।

ইহা নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার দন্ত রোগারোগ্য, দন্তমূল দৃঢ়, মুখের দুর্গন্ধ দূর এবং দন্ত উত্তম শুভ্র বর্ণ হয়।

১ কৌটা ।৷০ ডাকমাশুল ।০ আনা

সুধাংশুদ্রব।

ইহা দ্বারা মুখ মণ্ডলের বিকৃত চিহ্ন (অর্থাৎ মেচেতা) ও ব্রণ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। শুষ্ক ত্বক কোমল ও পরিষ্কার হইয়া মুখশ্রী সমধিক বর্দ্ধিত ও বর্ণের উৎকর্ষ সম্পাদিত হয় এবং ছুলি, ঝামাচি, চুলকানি আরোগ্য হয়। উহা সদ্গন্ধযুক্ত।

১ শিশি ৸০ ডাকমাশুল ।৵০ আনা

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ কর্ম্মাধ্যক্ষ।

নানাবর্ণের সুদৃশ্য বিলাতীয় হুঁকা।

কলিকাতা যোড়াসাঁকো চিৎপুর রোড ৩৭৮ সংখ্যক গৃহে বিক্রয়ার্থ আছে। মূল্য ২৷০ হইতে ৫ পাঁচ টাকা।

শ্রীরাধানাথ চৌধুরি।
এজেণ্ট।

নূতন পুস্তক

স্বপ্ন প্রয়াণ কাব্য।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রণীত।

মূল্য ১৷০ পাঁচ শিকা।

কলিকাতা।

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও কেনিং লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

বঙ্গবিজেতা—ঐতিহাসিক উপন্যাস।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত। কলিকাতা ২৪৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট ষ্টানহোপ যন্ত্রে, ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়। মূল্য ১৷০ ডাক মাশুল ৵০ আনা।

ম্যালেরিয়া জ্বরঘ্ন আশ্চর্য্য পিল।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু নীলমাধব হালদার বহু যত্নে ডাক্তার এডওয়ার্ড গুডিব, বেল এবং সং মেক্নামারা সাহেবদিগের সম্মতি ক্রমে “এণ্টিম্যালেরিয়া ফিবর টনিক পিল” নামক বটিকা ঔষধ প্রস্তুত করিয়া প্রায় দুই বৎসর চিকিৎসা দ্বারা অন্যান্য ঔষধাপেক্ষা বিশেষ উপকারী দর্শনে সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছেন যে, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ২০৫ সংখ্যক ভবনে এন, এম, হালদারের মেডিকেল হলে উক্ত বটিকা প্রাপ্ত হইবেন। মূল্য এক বাক্স ১৲ এক টাকা মাত্র। উক্ত মেডিকেল হলে তিনি প্রত্যহ প্রাতে ৭ টা হইতে ৮ টা পর্য্যন্ত ও বৈকালে ৫ টা হইতে ৬ টা পর্য্যন্ত চক্ষু ও অন্যান্য রোগের চিকিৎসা করিয়া থাকেন।

বিজ্ঞাপন।

যৌবনে যোগিনী।

(ঐতিহাসিক দৃশ্য কাব্য।)

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

কলিকাতা, শোভা বাজার, ৫০ নং গ্রে ষ্ট্রীটে ও সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য, মূল্য ১ এক টাকা। ডাক মাশুল ৵০ আনা।

নুতন পুস্তক।

চারুশীলা নাটক।

ক্যানিং লাইব্রেরি, সংস্কৃত ডিপজিটরি, মেছুয়াবাজার ৮৪নং এবং প্রধান২ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুল ৵০

গুপ্ত কথার সাদৃশ্য 'গুপ্ত লিপি' নামক রহস্য সাপ্তাহিক প্রকাশিত হইতেছে কলিকাতা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে এজেণ্ট আফিশে শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মী নারায়ণ মিত্রের নিকট বা ১০৭ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট কর প্রেসে' প্রাপ্তব্য।

প্রতি ফর্ম্মার মুল্য ১০ আদ আনা।

মফঃসলে অগ্রিম চারি মাসের মুল্য মায় ডাকমাশুল ৸৹

যে কোন সংখ্যা একত্রে ১৬ কপি লইলে ডাকমাশুল লাগিবেনা।

উদ্ভ্রান্ত প্রেম।

শ্রীচন্দ্র শেখর মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

মূল্য ১ এক টাকা ডাক মাশুল ৵০ আনা।

৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রারিতে প্রাপ্তব্য।

আরব্য উপন্যাস।

প্রতিমুর্ত্তি সহিত আরব্যোপন্যাস অর্থাৎ পারস্যাধিপতির একাধিক সহস্র রজনীর উপন্যাস শ্রবণ নামক পুস্তক খানি অতি বৃহদাকারে এক খণ্ডে সম্পূর্ণ হইল। যাঁহার প্রয়োজন হইবে তিনি নিম্ন লিখিত স্থানে মুল্য সহ পত্র প্রেরণ করিলেই পাইতে পারিবেন। মূল্য ২॥০। ভাল বান্ধাই ৩ টাকা এবং ডাক মাশুল ॥০ আনা।

জনারল লাইব্রারি
১৫ নং চিতপুর রোড
কলিকাতা
} শ্রীবেণী মাধব ভট্টাচার্য্য

নূতন পূস্তক

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু প্রণত

	মূল্য	ডাকমাসুল
বেদান্ত প্রবেশ	১	৵০
সৃষ্টি (শাস্ত্রসম্মত)	১	৵০
ভক্তিকুসুমাঞ্জলি	১	৵০
অধিকারতত্ত্ব	।।০	৴০

কলিকাতা গুপ্ত যন্ত্রালয়ে ও আদিব্রাহ্ম সমাজে প্রাপ্তব্য।

অজয়-নন্দিনী নাটক।

মূল্য ১৵০ স্বাক্ষকারিদিগের প্রতি ৸৹

যাঁহারা স্বাক্ষর করিবেন আপনাদের নাম, ধাম লিখিয়া দশঘরা শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট অবিলম্বে পাঠাইবেন। উক্ত পুস্তক যন্ত্রস্থ।

THE INDIAN EVIDENCE ACT 1872.

By

KISHORI LAL SARKAR M. A. B. L.

Price Rs. 3

This is decidedly the best edition of the Indian Evidence Act that we have yet seen Babu Kissoree Lal Sircar has spared no pains to remove the difficueties which stand the unintiated readers of the Act in the face. He has made the work acceptable to the public generally.

Law Observer.

To be had at the Amrita Bazar Putrika Office and Tacker Spink & Co's Library.

নুতন নাটক! উৎকৃষ্ট নাটক!!

বীরমালা।

কলিকাতা, বহুবাজার ষ্ট্যানহোপ প্রেসে, পটলডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরী ও নূতন ভারত যন্ত্রের এবং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মুল্য ১ এক টাকা

প্রকাশক শ্রীবেহারি লাল দত্ত

পৃথুরাজ।

অথবা ভারতের সুখশশী যবন কবলে।

নাটক।

ক্যানিং লাইব্রেরি আর্য্যদর্শন যন্ত্রালয়ে এবং সংস্কৃত ডিপজিটরিতে প্রাপ্তব্য মূল্য এক টাকা।

প্রকৃত বন্ধু নাটক।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কুমার রায়

প্রণীত।

মুল্য ১ এক টাকা ডাক মাশুল ৶০ তিন আনা।

কলিকাতা ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রিট কেনিং লাইব্রেরীতে, ৪নং ষ্ট্রেণ্ড রোডে, ও শ্যাম বাজার কর প্রেসে প্রাপ্তব্য।

সন্তাপিনী নাটক।

কোন ভদ্র মহিলা কৃত।

মুল্য ১ এক টাকা ডাক মাশুল ৵০ আনা

৩৫ নম্বর বাগ বাজার ষ্ট্রীট, জ্ঞান দীপিকা পুস্তকালয়ে, ১১৮ নম্বর অপর চিতপুর রোড ত্রৈলক্ষ নাথ দের দোকানে এবং শ্যাম বাজার গুপী মোহন দত্তের লেন ১ নং ভবনে আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীনন্দ লাল গঙ্গোপাধ্যায়

কয়লার খনি বিক্রয়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে ষ্টেশন বরাকর হইতে ৩ মাইলের মধ্যে চাপতোরিয়ার কয়লার খনি বিক্রয় হইবেক। তাহার বিশেষ বিবরণ কটন ষ্ট্রীটের ১৪৭ নং ভবনে পাওয়া যাইবেক।

বাহাদুর সিংহ প্রতাপ সিংহ

রায় লছমীপত সিংহ বাহাদুর।

অতি অল্প দিনের মধ্যে

নিম্ন লিখিত ভূমিসম্পত্তি

বিক্রয় হইবে।

১———জেলা চট্টগ্রামের অন্তঃপাতি তরফ জয় নারায়ণ ঘোষাল মহল নওয়াবাদ নামীক জমিদারির দরবস্তহকুক।

উক্ত সম্পত্তির পরিমাণ ফল ন্যুনাধিক ৮০ হাত রশির মাপের ৬৭০০০ বিঘা এবং গত তিন বৎসরে উহার আদায়ী জমা গড়ে ২০০০০ টাকা এবং গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য রাজস্ব ৯০৮১।।৪ টাকা। প্রজাগণ যে সকল জমা জমীর নিমিত্ত খাজনা দেয় তদতিরিক্ত যে সকল জমি তাহারা আবাদ করিয়াছে, এবং যাহার উপর খাজনা ধার্য্য হয় নাই সেই সকল জমি সুন্দর রূপে তত্বাবধান দ্বারা বন্দবস্ত করিলে হস্তাবুদ জমা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

উক্ত সম্পত্তির অন্তঃর্গত সমুদয় জমা তৌজি ভুক্ত আছে অর্থাৎ কালেক্টরির তৌজিতে লিপিবদ্ধ আছে।

২———জেলা ভুলুয়ার অন্তঃপাতি চোরবাটা কৃষ্ণানন্দ বিশ্বাস তালুকের দরবস্তু হকুক।

উহার সদর জমা পুর্ব্বে ১৪৮৯৬ টাকা ছিল কিন্তু জল প্লাবনের দরুন উহা কমিয়া ২৬০ টাকা হইয়াছে, এবং সেই জমা এক্ষণে চলিতেছে। কিছু দিন হইল উক্ত তালুকে বহুল পরিমাণে চরপয়বস্ত হইয়াছে এবং উক্ত সম্পত্তির ক্রমশই উন্নতি সাধন হইতেছে।

৩———এক খণ্ড ধানী জমী। উহার পরিমাণ ন্যুনাধিক চৌদ্দ বিঘা এক কাটা সাত ছটাক বেয়াল্লিশ বর্গ ফিট এবং ছয় বর্গ ইঞ্চ। উহা জেলা চব্বিশ পরগণার ট্যাঙ্গারার অন্তপাতি। উহার চৌহদ্দি উত্তরে কথকাংশ পাগলাডাঙ্গা নামক সরকারি রাস্তা এবং কতকাংশ ধাপা নামক লোনা জলের বিল সকলের জল গও ভুমি, দক্ষিণে একটি বাঁধ আছে। উক্ত বাঁধ উক্ত জমি এবং উক্ত জল গও জমি অর্থাৎ ধাপার মধ্যস্থিত। পূর্ব্বে কতকাংশ উক্ত বাঁধ পশ্চিমে কতকাংশে সেখ পরাণ চাপরাশির জমি এবং কতকাংশে এক খণ্ড ধানী জমি যাহা রাম গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থলাভিষিক্তগণের অংশ ভুক্ত হইয়াছে।

৪———এক খণ্ড ধানী জমি। উহার পরিমাণ ন্যুনাধিক চৌদ্দ বিঘা পাঁচ কাটা চারি ছটাক। উহা উপরোক্ত ট্যাঙ্গারার অন্তঃপাতি। উহার চৌহদ্দি উত্তরে শ্যাম মিত্রের জমা ও পুষ্করিণী উহার দক্ষিণে কতকাংশে মৃত শম্ভু চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থলাভিষিক্তগণের অংশ ভুক্ত জমি এবং কতকাংশে একটি বাধ যাহা উক্ত জমি এবং ধাপা নামক লোনা জলের বিলের জল গও জলের মধ্যস্থিত। পূর্ব্বে এক খণ্ড জমি যাহা মৃত রাম গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থলাভিষিক্তগণের অংশ ভুক্ত হইয়াছে। পশ্চিমে কতকাংশে ভাগবত পারাউয়ালের জমি এবং কতকাংশে মৃত শম্ভু চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থলাভিষিক্ত গণের অংশ ভুক্ত ভূমি খণ্ড। তিন ও চারি নম্বরের লাট বার্ষিক এক শত পঁচিশ টাকা ভাড়ায় ভাড়া দেওয়া হয়।

৫———এক খণ্ড ভাড়াটীয়া জমি উহা সহর কলিকাতার আড়পুলি পটুয়াটুলী লেনস্থিত সাবেক নম্বর ৯৮ বর্ত্তমান ৬৮ নম্বর। উহার পরিমাণ তিন কাঠা তিন ছটাক ৩০ ফিট। উত্তরে মৃত গোবিন্দ চন্দ্র দত্তের ভাড়াটিয়া জমি। দক্ষিণে মধুসুদন বন্দোপাধ্যায়ের মাতার ভাড়াটিয়া বাটী পূর্ব্বে নবীন চন্দ্র দত্তের বাড়ী। পশ্চিমে অপ্রকাশ্য রাস্থা।

অন্যান্য বিবরণ ও বিক্রয়ের স্বত্ব সকল জানিতে হইলে কলিকাতার সলিসিটারগণ মিশুয়ার্স বারনার্স সণ্ডারসন এবং অপটনের নিকট আবেদন করিলে জানা যাইতে পারে।

অমৃত বাজার পত্রিকা।

সন ১২৮২ সাল ২৭এ ফালগুন বৃহস্পতিবার।

রিফরমেটরী স্কুল।

মিস্ কারপেন্টারের একটি যত্ন বুঝি সফল হইল। তিনি এ দেশীয় জেলের দুর্গতি দেখিয়া অতিশয় কাতর হন এবং কারাগারের কোন রূপ উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত ব্যাকুল হন। গবর্ণমেন্ট জেলে রিফরমেটরি স্কুলের সৃষ্টি করিলে কারাগারবাসীদিগের যে বিশেষ উপকার হইবে তাহার ভুল নাই। এখন কারাগারে যে প্রণালীতে কার্য্য হয় তাহা দ্বারা অপকার কি উপকার হয় সে বিষয়ে আমরা সন্দেহ করি। জেল ও দণ্ড বিধি আইনের কঠোরতা দ্বারা অপরাধীর সংখ্যা বৃদ্ধি হউক আর না হউক কিছু মাত্র যে কমে নাই সে বিষয় বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। এ দেশের দুষ্কর্ম্মির সংখ্যা যাহা কমিয়াছে সে অন্য কারণে। বাণিজ্যের সুবিধা, কৃষি কার্য্যের উন্নতি, রাস্তা ঘাটের বিস্তার, বিদ্যার চর্চ্চা হওয়ায় লোকের সাংসারিক ও মানসিক অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দুষ্কর্ম্মির সংখ্যার হ্রাস হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেট ও পোলিসের শাসনে এ দেশে দুষ্কর্ম্মীর সংখ্যা যদি কিছু কমিয়া থাকে, তবে তাহাতে আমাদের দেশের মঙ্গল হয় নাই, প্রত্যুত অমঙ্গল হইয়াছে। তাহারা এক জনের ধন রক্ষা করিতে গিয়া দশ জনকে নির্ধন করিয়াছেন, এক জনের মান, মর্য্যাদা, তেজ, রক্ষা করিতে গিয়া দশ জনকে অপমানিত করিয়াছেন, এক জনের দুষ্প্রবৃত্তি নিস্তেজ করিতে গিয়া দশ জনের উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তির মূলে আঘাত করিয়াছেন, এক জনের নিষ্ঠুরতা নিবারণ করিতে গিয়া দশ জনকে পশুবৎ করিয়া তুলিয়াছেন। শাসন দ্বারা লতা বৃক্ষের উন্নতি হয় না, অপিচ ইহারা নিস্তেজ হইয়া পড়ে। পশু পক্ষীগণ শাসন দ্বারা অবনতি প্রাপ্ত হয়। এ রূপ অবস্থায় মনুষ্য জাতি, যাহাকে ঈশ্বর নিজ অনুরূপ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহার হৃদয়ে বিধাতা না দিয়াছেন এ রূপ অমূল্য রত্ন নাই, তাহাদের উপর কঠোর শাসন হইলে যে অতিশয় ঘোর অনিষ্ট উৎপত্তি হয় সে বিষয় এক রূপ স্বতঃসিদ্ধ। এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যের বিপরীত কার্য্য ইংলিশ গবর্ণমেন্ট পদে২ করিতেছেন এবং এই নিমিত্ত হিন্দু জাতি অল্পায়ু হইতেছেন, খর্ব্বাকার ও দুর্ব্বল হইয়াছেন। মহৎ গুণ সমুহ হইতে ক্রমে বিবর্জ্জিত হইতেছেন এবং এই নিমিত্ত আমরা যখন পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করি তখনই আমাদের আতঙ্ক উপস্থিত হয় এবং ভবিষ্যত দিকে তাকাইলে নৈরাশ্য আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে। দেশের দুর্গতি দেখিয়া শুদ্ধ আমরা সশঙ্কিত ও হতাশ হইতেছি না, রাজ পুরুষেরাও ক্রমে চিন্তাযুক্ত হইতেছেন। তাঁহারা সংক্রামক জ্বরের অত্যাচার, মকর্দ্দমার অত্যাচার, জেলের মৃত্যু সংখ্যার বৃদ্ধি, দেশীয়দিগের শারীরিক দৌর্ব্বল্য, প্রভৃতি দেখিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন এবং এই উৎকণ্ঠার মূল কেবল কঠোর শাসন। সার রিচার্ড টেম্পেল যখন জেলের মৃত্যু সংখ্যার বিষয় লিখিয়াছেন তখনই তিনি দিশিহারা হইয়াছেন। তিনি মৃত্যু সংখ্যা দেখিয়া অতিশয় ব্যস্ত হইয়াছেন, অথচ কেন যে কারাগারে দিন দিন মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে ইহার নির্ণয় করিতে পারেন নাই। ক্যাম্বেল সাহেব অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান ছিলেন, তিনিও এই বিষয় লইয়া ব্যতিব্যস্ত হন। ডাক্তার মাউট সাহেবও দীর্ঘ কাল ইহা লইয়া বিব্রত থাকেন এবং অনেক অনুসন্ধানের পর জানিতে পান যে কঠোর শাসনই সকল দোষের মূল। তিনি এই নিমিত্ত জেলের কঠোর শাসন কমাইয়া দেন এবং কঠোরতা কমান আর মৃত্যু সংখ্যার হ্রাস হয়। [illegible]ল সাহেব যত দিন বাঙ্গলায় ছিলেন তত দিন [illegible]বস্থায় ছিলেন। [illegible] ইংলণ্ডের শীতল বায়ু তাহার উত্তেজিত মস্তিষ্ক শীতল করিয়াছে, আর অমনি তাঁহারও চৈতন্য হইয়াছে এবং এক্ষণ তিনি বলিতেছেন যে, এ দেশীয় কারাগারবাসীদিগের প্রতি কঠোর শাসন করা অন্যায়। এবং আমরা ভরসা করি টেম্পেল সাহেবও শীঘ্র আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। রিফরমেটরি স্কুলের সৃষ্টি করিয়া গবর্ণমেন্ট স্বীকার করিতেছেন যে, জেলে যাহারা প্রেরিত হয় তাহারা চরিত্র সংশোধন করিয়া প্রত্যাগমন করে না। রিফরমেটরি স্কুলে নাবালগ বন্দীরা শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে। সেখানে তাহাদের এ রূপ সমুদয় শিক্ষা দেওয়া হইবে যাহাতে তাহাদের চরিত্র সংশোধন হয় ও কারাগার হইতে বিমুক্ত হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহার্থে কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারে। গবর্ণমেন্ট কারাগারে এই বিদ্যালয়টি সংস্থাপন করিয়া প্রকারান্তরে স্বীকার করিতেছেন যে কারাগার দ্বারা দুষ্কর্ম্মের কোন রূপ হ্রাস হয় না। জেল হইতে প্রত্যাগত হইয়া কারাবাসীগণ আবার দুষ্কর্ম্মে প্রবর্ত্ত না হয় ইহার ঔষধ কঠোর শাসন নহে। ইহার ঔষধ শিক্ষা ও যত্ন। গবর্ণমেন্ট এই বিদ্যালয় স্থাপন করিবার প্রস্তাব করিয়া ইহাও স্বীকার করিতেছেন যে, কারাগারে প্রেরিত হইয়া দুষ্কর্ম্মীর সহবাসে বন্দীদিগের দুষ্কর্ম্মের প্রবৃত্তি আরো বদ্ধমূল হয়। এখন তাহারা যদি আরো কতক গুলি বিষয় স্বীকার পান তাহা হইলে অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে এত ব্যয় করিয়া, এত কৌশল ও কঠোরতা দ্বারা এ দেশের দুষ্কর্ম্মীর সংখ্যা কেন হ্রাস হয় নাই এবং কেনইবা জেলের মৃত্যু সংখ্যা এত অধিক। গবর্ণমেন্ট যদি আর একটু বিবেচনা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে অবিলম্বে স্বীকার করিবেন যে, কঠোর শাসনে দুষ্কর্ম্মের যদিও কতক পরিমাণে লাঘব হয়, কিন্তু কঠোর শাসনের একটি সীমা আছে, সেই সীমা অতিক্রম করিলে অমৃতে গরল উৎপত্তি হয় এবং জেলে যে মৃত্যুর সংখ্যা এত অধিক সে কেবল এই কঠোর শাসনের নিমিত্ত। এই দুইটি সত্য দেখিবার নিমিত্ত রাজ পুরুষদিগের অধিক যত্ন করিতে হইবে না। তাঁহারা দুষ্কর্ম্মির প্রতি যে প্রগাঢ় ঘৃণা প্রদর্শন করেন তাহা যদি মুহূর্ত্তের নিমিত্ত বিস্মৃত হন, তাঁহারা যদি ভাবেন যে দুষ্কর্ম্মিরা ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তু, এক বার যদি মনে মনে তাঁহারা আপনাদিগকে বন্দীদিগের অবস্থায় নিপতিত করেন, তাহা হইলে তাঁহারা দেখিবেন যে, জেলে কঠোর শাসনের প্রবর্ত্তনা করিয়া গবর্ণমেন্ট কি ভয়ানক ভ্রম করিয়াছেন। রিফরমেটরি স্কুল স্থাপন করিয়া গবর্ণমেন্ট আপনাদের কতক ভ্রম সংশোধন করিতেছেন, কিন্তু জেলের কঠোরতা যত দিন হ্রাস না হইতেছে তত দিন কারাগারের বিশেষ কোন উপকার হইবে না। আবার রিফরমেটরি স্কুলের ফল গবর্ণমেন্ট কারাগারবাসীদিগের সকলকে প্রদান করিতেছেন না। যাহারা বালক বন্দী তাহারাই কেবল ১৮ বৎসর পর্য্যন্ত এখানে শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে। ইহারা যত দিন বয়ঃপ্রাপ্ত না হয় তত দিন ইহাদিগকে রিফরমেটরি স্কুলে রাখিবার নিমিত্ত আমরা পূর্ব্বে প্রস্তাব করি। গবর্ণমেন্ট বয়সের পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা দুই বৎসর বৃদ্ধি করিয়াছেন, কিন্তু এখানে বয়স অনুসারে শিক্ষা পাইবে এ নিয়ম করার প্রয়োজন ছিল না। যদি দেশের মঙ্গলের নিমিত্ত এই বিদ্যালয়ের প্রস্তাব হইয়া থাকে তবে যাহাতে যত অধিক সংখ্যক কয়েদী ইহাতে বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারে তত দেশের মঙ্গল হইবে। বাল্য কালে শিক্ষা না পাইলে চরিত্র সংশোধন হইবে না এবং সৎ কার্য্যে প্রবৃত্তি হইবে না এ সিদ্ধান্ত করা নিতান্ত অন্যায়। এদেশের যে সমুদয় লোক কারাগারে প্রবেশ করে তাহাদের অধিকাংশ লোক স্বভাবতঃ দুষ্কর্ম্মান্বিত নহে, অন্নের কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। যদি জেলখানায় এরূপ কোন ব্যবসায় তাহারা শিক্ষা পায় যাহাতে তা[illegible] অন্ন কষ্ট দূর হয় তাহা হইলে তাহারা কখনই আ[illegible] দুষ্কর্ম্ম করে না। মন্বাত্তর উপস্থিত হইলে অনে[illegible] দরিদ্র ব্যক্তি অন্নের নিমিত্ত ইচ্ছা পূর্ব্বক দুষ্কর্ম্ম করিয়া কারাগারে গমন করে। আমরা জানি এক জ[illegible] চিকিৎসা হইবার নিমিত্ত চুরি করিয়া কারগারে প্রবে[illegible] করে। যদি অন্নের কষ্ট নিবারণ করা যায় তাহা হইলে বন্দীর সংখ্যা বিস্তর হ্রাস হইবে, সুতরাং যদি দেশের মঙ্গল করাই গবর্ণমেন্টের প্রকৃত ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে এই বিদ্যালয়ে শিক্ষার নিমিত্ত কোন রূপ বয়সের শাসন রাখা উচিত নহে। কারাগারের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে, বন্দীদিগের মধ্যে কাহারা শিক্ষার দ্বারা সংশোধিত হইতে পারিবে এবং যাহাদের প্রকৃত এই রূপ সৎ কার্য্যের প্রতি কিছু মাত্র অনুরাগ আছে তাহাদিগকে এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত। সুপ্রণালী পূর্ব্বক কার্য্য নির্ব্বাহ করিলে এরূপ বিদ্যালয়ে অধিক ব্যয় পড়িবেনা। আমাদের বোধ হয় ইহাতে লভ্য না হউক, গবর্ণমেন্টের ইহার নিমিত্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না।

ডাবেনপোর্ট ভ্রাতৃদ্বয়।

ড্যাবেনপোর্ট নামক দুই ভ্রাতা অনেক দিন অবধি অলৌকিক ব্যাপার সমুদয় প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। আমেরিকায় স্পিরিচিউয়েলিজম আরম্ভ হইলে ইঁহারা এই অলৌকিক শক্তি প্রাপ্ত হন। ইঁহাদের বাটি আমেরিকায়। ইঁহারা দীর্ঘ কাল হইতে এই অদ্ভুত ব্যাপার সমুদয় আমেরিকা ও ইউরোপের সর্ব্বস্থানে প্রদর্শন করিয়াছেন। অনেকের বিশ্বাস যে, তাঁহারা বাজিকর, কৌশল দ্বারা নানা রূপ অদ্ভুত কাণ্ড দেখান কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের এই কৌশল ধরিবার নিমিত্ত পৃথিবীর মধ্যে অতি প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা যত্ন করিয়াছেন। কেহই কোন গতিকে কোন কৌশল বাহির করিতে পারেন নাই। তাঁহারা সম্প্রতি কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন। ইঁহাদের সঙ্গে প্রোফেসর ফে নামক আর এক জন সাহেব আছেন। ইনি এক জন পণ্ডিত এবং স্পিরিচিউয়েলিজম সম্বন্ধে এক খানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ইঁহারও এই অলৌকিক শক্তি আছে। গত সোমবারে ইঁহারা কলিকাতা লুইস থিয়েটরে এই শক্তি প্রদর্শন করেন। আমরা ইহা দেখিতে গিয়াছিলাম। যাহা দেখিলাম নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

আমরা উক্ত থিয়েটরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি কাষ্ঠ মঞ্চে (যেখানে নাটক অভিনয় হয়) একটি বৃহৎ কাষ্ঠের আলমারা এবং খান কয়েক কাষ্ঠাসন রহিয়াছে। একটু পরে প্রোফেসর ফে আগমন করিয়া উপস্থিত দর্শকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, বিখ্যাত ড্যাবেনপোর্ট ভ্রাতৃদ্বয় তাহাদের অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করিতে এখানে আসিয়াছেন। কি উপায়ে এই অলৌকিক ব্যাপার সম্পন্ন হয় তাহা তিমি জানেন না। তিনি ইহাদের সঙ্গে দীর্ঘ কাল আছেন এবং দীর্ঘ কাল হইতে তাহাদের এই অলৌকিক ব্যাপার পরিদর্শন করিতেছেন। দর্শক বৃন্দের মধ্যে যদি কেহ এই সমুদয় ব্যাপার দেখিয়া ইহার কারণ নির্ণয় করিতে পারেন তাহা হইলে তিনি অত্যান্ত বাধিত হইবেন। তাহার এই বক্তৃতা হইয়া গেলে তিনি দর্শকদিগকে বলিলেন যে, তাহাদের মধ্য হইতে দুই জন মঞ্চের উপর উপস্থিত হইয়া আলমারা এবং অন্যান্য বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখুন যে, উহার মধ্যে কোন রূপ চতুরতা আছে কি না। হগ সাহেব এবং কর্ণেল ম্যাকডোনেল, নামক এক জন সৈনিক পুরুষ মঞ্চের উপর উপস্থিত হইয়া আলমাইর কাষ্ঠাসন প্রভৃতি পরীক্ষা করিলেন। আলমাইরাটির মধ্যে তিন খানি বসিবার জায়গা আছে, ইহার মধ্যে [illegible] প্রভৃতি কতক গুলি যন্ত্র রহিয়াছে

...র মধ্যে এত স্থান যে তিন জন উপবেশন করিতে পারে। সাহেবেরা আলমারা উত্তম রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। পরীক্ষা হইয়া গেলে, ড্যাবেনপোর্ট ভ্রাতৃদ্বয় উপস্থিত হইলেন। ইহাদের বয়স ৪০ বৎসর হইবেক। দেখিতে তত সুন্দর কি সুবোধ বলিয়া বোধ হয় না। ইহারা আসিয়া আলমারার মধ্যে দুইটি আসন গ্রহণ করিলেন। ইহাদের আসনের মধ্যে ব্যবধান তিন হস্ত হইবেক। উপবেশন করিলে হগ ও কর্ণেল সাহেব উভয় ভ্রাতাকে রজ্জু দ্বারা উত্তম করিয়া বন্ধন করিলেন। বন্ধন কার্য্য সমাপন করিয়া আলমারার দ্বার রুদ্ধ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, আর কর্ণেল সাহেবের কানের নিকট দিয়া বোঁ করিয়া আলমারা হইতে একটি বাদ্য যন্ত্র ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া পতিত হইল। কর্ণেল দিশিহারা হইয়া গেলেন। আমরাও অবাক হইলাম। আলমারা হইতে কে ইহা নিঃক্ষেপ করিল তাহার কোন অনুসন্ধান কেহ করিতে পারিলেন না। পরে আবার দ্বার রুদ্ধ করিতে যে গিয়াছেন, আর একটি টুপি কর্ণেল সাহেবের মস্তকে কে রাখিয়া দিল। যখন এই সমুদয় ব্যাপার হয় তখন গৃহের আলোকের উজ্জ্বলতা কিয়ৎ পরিমাণে কমাইয়া দেওয়া হইয়া ছিল। দর্শকেরা সমুদয় বিষয় অনায়াসে দেখিতে পাইতেছিলেন। পরে আলমারার দ্বার রুদ্ধ হইল। যে রুদ্ধ হইল আর আলমারার মধ্যে বাদ্য যন্ত্র নানা সুরে বাজিতে লাগিল। আমাদের বোধ হইতে লাগিল যে, কাহারা যেন আলমারার মধ্যে যন্ত্র লইয়া মহা গোলমাল করিতেছে। এই রূপ বাদ্য হইতেছে ইতি মধ্যে কর্ণেল সাহেব হঠাৎ দ্বার খুলিয়া ফেলিলেন। দ্বার যে খুলিয়াছেন আর বোধ হইল যে, যাহারা যন্ত্র বাজাইতেছিল তাহারা উহা নিঃক্ষেপ করিয়া পালায়ন করিল, যন্ত্র গুলি ধুপ ধাপ করিয়া পড়িয়া গেল। দ্বার উন্মোচন করিয়া দেখেন যে, ভ্রাতৃদ্বয় বন্ধন দশায় রহিয়াছেন। আবার আলমারার কবাট রুদ্ধ করা হইল ও বাদ্য হইতে লাগিল। আলমারার উপরের দিকে একটি ছিদ্র ছিল, সেখান হইতে এক খানি হস্ত মধ্যে মধ্যে বহির্গত হইতে লাগিল। এই হস্ত কাহার তাহা নিরাকরণ হইল না, কারণ আলমারার কবাট উন্মোচন করিলে দেখা গেল যে, ভ্রাতৃদ্বয় বন্ধন দশায় রহিয়াছে। আবার দ্বার রুদ্ধ হইল, এবং একটু পরে দ্বার আপনি উন্মোচিত হইল। উন্মোচিত হইলে দেখা গেল যে, ভ্রাতাদের বন্ধন নাই। তদপরে আলমারার মধ্যে কতক গুলি রজ্জু রক্ষিত হইল। ভ্রাতৃদ্বয় আসনে উপবিষ্ট রহিল। দ্বার রুদ্ধ করিয়া কতক ক্ষণ পরে উহা আপনি উন্মোচিত হইল। উন্মোচিত হইলে দেখা গেল যে, ভ্রাতা দ্বয় রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছেন। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে, তাহারা অতিশয় কঠিন ভাবে রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছে। রজ্জুতে এরূপ কঠিন বন্ধন যে, উহা যত্ন পূর্ব্বক খোলা এক রূপ অসম্ভব। এই রূপ বন্ধন দশায় তাহারা রহিলেন এবং প্রোফেসর ফে সাহেব কর্ণেল সাহেবকে বন্ধন করিয়া আলমারার মধ্যে উপবেশন করাইলেন। তাঁহারা তিন জনে সারি সারি গাত্রে গাত্র দিয়া বসিলেন। দ্বার রুদ্ধ হইল। বাদ্য আরম্ভ হইল। কিয়ৎপরে দ্বার আপনি উন্মোচন হইল। কর্ণেল সাহেব ও ভ্রাতৃদ্বয় বন্ধন দশায় রহিয়াছেন। কর্ণেলের মাথায় কে টুপি দিয়াছে এবং পকেট হইতে তাহার পকেট বহি খানি বাহির করিয়া লইয়াছে। কর্ণেল বলিলেন যে, তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ভ্রাতারা যে নড়া চড়া করে নাই সে বিষয় তিনি নিশ্চয় জানেন। তাহার চতুর্দ্দিকে ও মস্তকের উপর কে বাদ্য যন্ত্র বাজাইতে থাকে। কিন্তু কে যে উহা বাজাইতে ছিল তাহা তিনি বলিতে পারিলেন না। আলমারার মধ্যে যে সংকীর্ণ স্থান উহাতে কেহ প্রবেশ করিলে কর্ণেল উহা জানিতে পারিতেন। আর এক জন সা[illegible] বুঝিতে পারিলেন না। ফে সাহেব তদপরে আর একটি পরীক্ষা দেখাইলেন। ড্যাবেনপোর্ট ভ্রাতাদিগের হস্ত পিছ মোড়া করিয়া বাঁধা ছিল। তিনি উভয় ভ্রাতার হস্ত পূর্ণ করিয়া ময়দার গুড়া রাখিলেন। দ্বার রুদ্ধ হইল। আবার বাদ্য আরম্ভ হইল এবং আলমারার মধ্য হইতে হস্ত দেখা যাইতে লাগিল। এই হস্ত খানি স্ত্রী লোকের হস্তের ন্যায়। ড্যাবেনপোর্ট ভ্রাতাদিগের হস্ত ইহা অপেক্ষা কঠিন ও বৃহৎ। দ্বার উন্মোচন হইলে দেখা গেল যে, তাহাদের হস্ত বাঁধা রহিয়াছে এবং হস্ত ময়দায় পরিপূর্ণ। আবার দ্বার রুদ্ধ হইল এবং আবার বাদ্য আরম্ভ হইল ও মধ্যে ২ হস্ত দেখা যাইতে লাগিল। এক বার আমরা যে হস্ত দেখিলাম আর অমনি দ্বার উন্মোচিত হইল। উন্মোচিত হইলে দেখা গেল যে, ভ্রাতাদিগের হস্ত পদ খোলা, বন্ধন নাই, এবং দুই হস্ত ময়দাপূর্ণ। ইহারা কি রূপে বন্ধন উন্মোচন করিল এবং উন্মোচন করিবার সময় হস্ত হইতে ময়দা কেন পতিত হইল না ইহার কিছুই আমরা বুঝিতে পারিলাম না। এই কাণ্ড হইয়া গেলে ফে সাহেব ও ভ্রাতৃদ্বয় আলমারার বাহিরে মঞ্চের উপর আপনাদের অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করিলেন। প্রথম এক খানি টেবেলের উপর বাদ্য যন্ত্র গুলি রক্ষিত হইল। টেবেলের এক পার্শ্বে ড্যাবেনপোর্ট ভ্রাতার এক জন ও অপর পার্শ্বে ফে সাহেব উপবেশন করিলেন। অপর ভ্রাতাকে কর্ণেল সাহেব ধরিয়া রাখিলেন। দর্শকদিগের আর এক জন সাহেবও সেখানে উপস্থিত থাকিলেন। গৃহ হইতে সমুদয় আলোক নির্ব্বাণ হইল। টেবেলের উপর যে যন্ত্র গুলি ছিল উহা বাজিতে লাগিল। বাদ্য টেবেলের উপর সুদ্ধ হইল না, শূন্যের উপরও হইতে লাগিল। বাদ্যতে গৃহ পূর্ণ হইল। আলো জ্বালা হইল। যে আলো জ্বালা হইল আর বাদ্য যন্ত্র গুলি ধুপ ধাপ করিয়া পতিত হইল। দেখা গেল যে, ফে ও ড্যাবেনপোর্ট সাহেব যাহারা টেবেলের নিকট উপবিষ্ট ছিলেন তাহারা রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছেন। আলো জ্বালা হইলে এক জন তাহাদের উভয়ের বন্ধনের গ্রন্থি গুলির উপর লা বাতি দ্বারা সিল মোহর করিলেন। উভয়ের পদ দুই খানি কাগজে রাখিয়া পদদ্বয়ের চতুষ্পার্শ্বে পা ঘেঁসিয়া দুইটি দাগ দেওয়া হইল এবং তাহাদের পার উপর দুইটি টাকা রাখা হইল। এই রূপ করিয়া ঘর অন্ধকার করা হইল। অবিলম্বে শূন্যের উপর এবং চতুর্দ্দিকে বাদ্য আরম্ভ হইল। আলো জ্বালিয়া দেখা গেল যে, উহাদের বন্ধনের উপর যে শিল করা হইয়া ছিল তাহা অবিকল রহিয়াছে। পদ দ্বয় পেনশিল অঙ্কিত গণ্ডির মধ্যে রহিয়াছে, পার উপরে টাকা দুইটিও রহিয়াছে। তৎপরে বাদ্য যন্ত্রে ফসফরাস মাখা হইল। অন্ধকারে ফসফরাস হইতে আলো নির্গত হয়। ফসফারাস মাখা হইলে গৃহ আবার অন্ধকার করা হইল। যে অন্ধকার করা হইয়াছে আর যন্ত্র গুলি শূন্যে উঠিল। যন্ত্র গুলিতে ফসফারাস মাখা থাকাতে এবার আমরা স্পষ্ট যন্ত্রের গতি বিধি দেখিতে লাগিলাম। আমরা দেখিলাম যে, যন্ত্র এরূপ স্থানে গমন করিতে লাগিল যে মঞ্চের উপর দণ্ডায়মান হইয়া কেহ উহা বাজাইতে পারে না। কিয়ৎক্ষণ পরে আলো জ্বালা হইল এবং বাদ্য ক্ষান্ত হইল। বাদ্য যন্ত্র গুলি এখানে সেখানে ধুপ ধাপ করিয়া পতিত হইল। তদপরে গৃহ আবার অন্ধকারময় হইল। কর্ণেল সাহেব প্রার্থনা করিলেন যে, ফে সাহেবের গাত্র হইতে কোর্ট উন্মোচিত হউক। যে তিনি বলিয়াছেন আর কোট খুলিবার সময় যেরূপ শব্দ হয় সেই রূপ একটি শব্দ হইল। ফে সাহেব আলো জ্বালিতে বলিলেন। নিমিষে আলো প্রজ্জ্বলিত হইল। আমরা দেখি ফে সাহেবের গাত্র হইতে কোট খুলিয়া কে শূন্যে নিঃক্ষেপ করিয়াছে এবং কোর্ট উচ্চ হইতে নিম্নে পতিত হইতেছে। পরীক্ষা [illegible] দেখা গেল যে, ফে সাহেবের হস্ত পিছ মোড়া রয়াছে। উহার উপর পূর্ব্বের সিলও অবিকল রহিয়াছে, অথচ গাত্র হইতে কোর্ট উন্মোচিত হইয়াছে। কর্ণেল সাহেব এই সময় কোট খুলিয়া টেবেলের উপর রাখিয়া ফে সাহেবকে বলিলেন যে, তিনি যে অবস্থায় আছেন এই অবস্থায় থাকিয়া এই কোট পরিধান করুন। গৃহ আবার অন্ধকারময় হইল। একটু পরে আলো জ্বালিয়া দেখা গেল যে, কর্ণেল সাহেবের কোট ফে সাহেবের গায়ে রহিয়াছে। তদপরে গৃহে পুনর্ব্বার অন্ধকারময় করা হইল। ফে সাহেব বলিলেন যে, এবার তাহার বন্ধন উন্মোচন করা হইবে। অন্ধকার হইলে আমরা বন্ধন খোলার শব্দ শুনিতে লাগিলাম। বোধ হইল যে কোন বলবান পুরুষ সজোরে রজ্জু এ দিকে ও দিকে নিঃক্ষেপ করিতেছে। একটু পরে আলো জ্বালা হইলে দেখা গেল যে তাহাদের বন্ধন দশা ঘুচিয়াছে। কর্ণেল সাহেব অপেক্ষা ফে সাহেব মোটা। সুতরাং তাহার গায়ে কর্ণেলের কোট এরূপ কশা হইয়াছিল যে, অতি কষ্টে উহা গাত্র হইতে উন্মোচন করা গেল। তদপরে ড্যাবেনপোর্ট ভ্রাতাদিগকে দুই জন হস্ত দ্বারা ধরিয়া রাখিলেন। ফে সাহেব ও দর্শকের মধ্য হইতে দুই জন সাহেব টেবেলের নিকট বসিলেন। ইহারা দুই জন ফেকে ধরিয়া রাখিলেন, ঘর অন্ধকার করা হইল এবং বাদ্য আরম্ভ হইল। কর্ণেল সাহেব বরাবরি উহাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি বলিলেন যে যন্ত্র উচ্চে উঠিয়া বাদ্য হউক। তাহাই হইতে লাগিল। ইহাই দেখাইয়া তাহারা ক্ষান্ত দিলেন এবং বলিলেন, আগামী রাত্রে আর আর অদ্ভুত ব্যাপার দেখাইবেন।

আমরা স্বচক্ষে যাহা দেখিয়া আসিয়াছি উপরে তাহাই বর্ণন করিলাম। ফে সাহেব বার বার বলিলেন যে, এ সমুদয় অলৌকিক ব্যাপার কিসের প্রভাবে সংঘটিত হয় তাহা জানেন না, কিন্তু তিনি দেখিয়াছেন ইহা অনেক দিন অবধি হইতেছে। যাহারা স্পিরিচিউলিজম মানেন তাহারা বলেন এ সমুদয় আধ্যাত্মিক ব্যাপার। ফে ও ড্যাবেনপোর্ট ভ্রাতারাও প্রকারান্তরে ইহাই বলেন। যাহারা স্পিরিচিউলিজিম না মানেন তাহারা ইহার কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারেন। অনেকে ইহাকে ভোজ বাজি বলিয়া উপেক্ষা করেন, কিন্তু যিনি যত্ন পূর্ব্বক ইহাদের কার্য্য পরীক্ষা করিয়াছেন তিনিই বলিয়াছেন যে এ অলৌকিক ব্যাপার।

মফঃস্বলবাসী।

ক্যাম্বেল সাহেবের রাজ্যকালে যেরূপ বঙ্গবাসীরা ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া ছিলেন এখন তেমনি লোকের শান্ত ভাব। এটি টেম্পেল সাহেবের শাসনের কি প্রতিঘাতের ফল তাহা কালে স্থির হইবে। তবে শান্ত ভাব না উত্তেজিত ভাব ইহার কোনটি দেশের অধিক মঙ্গল দায়ক তাহা স্থির সিদ্ধান্ত করা কঠিন। ঝটিকা উপস্থিত হইলে বায়ু পরিষ্কৃত হইয়া লোকালয়ের অশেষ মঙ্গল হইতে পারে, আবার ঘোর বাত্যা দ্বারা দেশ উচ্ছিন্ন যাইতে পারে। সকল বিষয়ের সীমা আছে। সীমা অতিক্রম করিলে অমৃতে গরল উঠে। আমাদের ভয় টেম্পেল সাহেবের রাজ্য শাসন কালে দেশে অস্বাভাবিক শান্তি ভাব ধারণ করিয়াছে। আমরা এই ভয়ের নিমিত্ত আবার মফঃস্বলবাসীদিগকে মিউনিসিপ্যালিটি বিলের সম্বন্ধে উত্তেজিত করিতেছি। সুদ্ধ মিউনিসিপ্যাল আইন নহে, মফঃস্বল সংক্রান্ত অনেক গুলি আইনের পাণ্ডুলিপি বাঙ্গলার ও ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত হইয়াছে। ইহার সমুদয় বিষয় গুলিই গুরুতর এবং মফঃস্বলবাসীদিগের এক্ষণ নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। আমরা গতবার মিউনিসিপ্যালিটির আইন সম্বন্ধে আন্দোলন করিবার প্রস্তাব করি। এই আইনের অত্যাচার ও নিস্পীড়ন যদিও এক্ষণ নগর ও উপনগরে আবদ্ধ আ[illegible] কিন্তু ইহা ক্রমে দেশময় হইবার সম্ভাবনা। [illegible] সাহেব দেশের সর্ব্বত্রে মিউনিসিপ্যালিটি[illegible]

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

CALCUTTA THURSDAY, MARCH, 9, 1876.

There are few of our readers who are not more or less directly interested in the great Rent question, for on harmony in the relations between landlord and tenant depends the prosperity, nay the very existence of an agricultural community. A treatise therefore which elucidates the murky recesses of the Rent Law and grapples with the many intricate problems it involves, should be welcomed by all. Such a treatise is a little work from the pen of Baboo Jogendra Chundra Mullick which has just been published by Messrs. Thacker Spink & Co. It takes the form of a commentary to the Act which now governs the relations between landlord and tenant (Act VIII of 1869. B.C.): and contains every important Ruling of the High Court down to the close of the last or 24th Vol. of the Weekly Reporter. To give an idea of its completeness in this respect is enough to say that nearly 1,200 leading cases are quoted; nor is the original matter less valuable. Precis are given of the Registration and the Stamp Acts, with table showing the Stamp duty payable on leases and counterparts. Copious notes will be found on a subject, which has not been hitherto treated in any work we have seen, that of Intervention in Rent Suits; and such knotty points as the rights of enhancement, abatement and occupancy are handled in a masterly style.

The work is prefaced by an essay from another pen, which traces the history of the rights in landed property in this country and throws considerable light on the Status of the Zemindar in past times. The author of the essay advocates "permanent settlement" of the rent payable by the tenant: but we do not think that the desideratum can be effected without injury to the vested interests of the landlord—interests which he admits should be preserved. The volume includes a most copious index and table of cases and is, on the whole, an epitome of the subject with which it deals.

———ooo———

FURTHER PROGRESS OF DESPOTISM.—When we contemplate the vast powers of England; its invincible navy and inexhaustible resources; its position in Asia where it is without a rival, more than a match for all Asia combined; with Gibraltar and Malta under its sway,—Egypt under its control; with a growing and prosperous colony at its elbow; the whole of India subjugated; the Native Princes shorn of their power, position and prestige; the people of India demoralized; the Rajputs and Seiks turned into cultivators of the soil and the Maharattas and Bengallees into copying clerks; the whole continent of India spanned by Railway and telegraph lines; the fund holders, land-holders and the Native Princes secured in ties of interest, the whole nation disarmed,—when we contemplate all these we are appalled at the persistent efforts of the British Government in India to encroach further and further upon the rights of the subject people of this country. In our last we have seen that the reign of law is giving way to reign of individuals. We have shewn how this policy inaugurated by the late Lord Mayo has considerably developed under the auspices of the present Government and a still further development is contemplated.

A correspondent of the *Bombay Gazette* announces the tidings that the Government purposes to enact something like a gagging act. The object of this act is no doubt to still a fearless pen. That it can easily effect, but it cannot smother a feeling. If any thing is dangerous it is not the pen but the feeling which guides it. What steps have the government taken to smother that? When the Maharaja of Cashmere came hither, His Highness was pained to see the prevalence of English ideas and thoughts in Bengal. Indeed educated Hindoos have already been half-anglicized and cannot conceive what they can do without the English. Whenever they can scrape a single Rupee they invest in Government Securities. We do not mean to say that the Hindoos are as loyal to the English as the English are to themselves. But let us ask in all seriousness to the wise statesmen of England, that what other alternative have we except a contented submission to the English rule?

But admitting that there is a soreness of feeling,—a feeling which is the inevitable result of subjugation—are strong measures the proper remedy to heal it? As the Hindoos are gradually reconciling themselves to their lot with contentedness, we should say cheerfulness, what is the good of provoking them? What is the good of reminding them at every step that they are a conquered race when they are themselves quite willing to forget the fact? In Calcutta the Government is going to make the Police independent of the Magistrates; not that it will make much difference considering the bias that the Magistrates generally display towards them. But yet to render the Police independent of the Magistrates is to place the inhabitants completely at their mercy. The other day the Ghosal family out-rage was committed, and what could the citizens do but smite their heads in despair? In Calcutta it is no exaggeration to say the honor and limbs of the citizens are at the mercy of the Police. If any one should interfere, why, he is battened without mercy. It is impossible to fight with them. They always get assistance from their brethren; there is a perfect understanding between them, when one raises a cry a dozen flies to his assistance; and if the fight be a protracted one, men are indented from the thana. There is no safety in the Zenana. They will enter without mercy the most sacred places and drag you. The by-standers can only pity you, for all is done in the name of the Law. In physical force it is impossible to cope with them, for their organization and discipline are necessarily superior to those private individuals.

There is then the only friend of the poor—the law courts. But what man can deny that constituted as the courts are, it is almost a hopeless task to procure conviction against the watch dogs of government? The only way then, to escape from their clutches is to tribe them, and humour them. This is the actual state of affairs. The Ghosal family is one of the most respectable families in Calcutta. The Police committed an out-rage in the family, and while the Police escaped, the members of the family were punished. The Police is the most favourite department of Government. It is the over-indulged child of a dotard father. When Serjdowla oppressed the citizens, it pained Alivardi, but he had not the heart to scold his grandchild. Sir Richard Temple admitted that the Police is very unpopular with the people. Will you, people of Calcutta, continue to suffer for ever, and ever or make an effort to save yourselves from further outrages? When we came to Calcutta we thought we were going to a better place where Bengallee gentlemen, under the fostering care of Her Majesty's Government and from constant contact with independent Britons, had learnt to assert their constitutional rights Little did we know then that we were coming to a city of poltroons.

A second outrage was committed immediately after. But we fear this is partly to be attributed to the Government itself Our readers are aware that the great National Theatrical company acted the farce of Gazadananda and provoked the anger of Government. The cause of anger was not that Babu Jagadananda was insulted but His Royal Highness the Prince. But as a matter of fact the company had no desire to insult the Prince, nor any play in which the Prince was insulted would have attracted any audience, or that it could be done without a protest from the audience. The action of Babu Jagadananda in connection with the Prince created an indignation in the public mind. The Theatrical Company evidently took advantage of this fact to attract the public. But the Government took a different view. An ordinance was issued entrusting the Local Government with arbitrary powers to stop any play which may seem to it scandalous, defamatory, &c. Empowered with this new power, the police stopt a new farce, the object of which was to caricature the Police. Tho' the Local Government itself has the discretion to interfere, practically the power will rest with Police Inspectors. The Police felt themselves very much insulted, but they could not bring the Theatrical Company under the clutches of the new ordinance. They obeyed the injunction and the Police could not find any fault with them. But they took another bold step. They sent a Police Inspector by name Robertson to take notes while *Shurendra Binodinee* was being acted. Mr. Inspector pronounced the play obscene, obtained a warrant from the Police Magistrate and arrestd 9 actors at the commencement of the play. They were dragged and confined for sometime in *hajut*. The case was conducted by Mr. Inspector Robertson who pronounced the play to be obscene. But the defence cited witness to prove that it was not so. The witnesses for defence were such men as Pandit Mohesh Chundra Nyaratna, the Professor of the Sanscrit College and one of the profoundests intellect in the country. Mr. Owen deservedly holds the post of the Chief Interpetor to Government. His command over our language is vast. Shyamachurn Sarkar is an authority on the subject, whose authority is simply unimpeachable. All these gentlemen pronounced that there was no obscenity in the book. But all these went for nothing. The opinion of Mr. Robertson prevailed though we are not aware whether he knows Bengalle at all. His only claim to pronounce a judgment in this case is that he is an Inspector and an Inspector of the River Police! Mr. Dickens the Magistrate emphatically declared that it is obscene in "MY OPINION." And so the matter was settled. Nothing can shake 'my opinion," though Pandit Mohesh Nayaratna may say that the opinion is wrong. An English Magistrate passes an opinion upon a Bengallee drama, a professor of Sanscrit and a native of Bengal holding the highest rank which it is possible for a native to hold, pronounees the opinion to be wrong. But nothing is like "my opinion" An English Judge requested us to see if a translation of his from English to Bengallee was correct or not. We pointed one or two inaccuracies, but the gentleman, with Anglo-Saxon pectinacity discussed the matter with us and at last kept the inaccuracies, as they were giving us plainly to understand that our friendship was at an end fram that period.

Now, what is obscene in the opinion of Mr. Dickens? And we think this question has a vital interest for the conductors of Newspapers. The actors were punished because there were some such words as "love" and "lady." Now we can never promise that we shall never make use of such and similar words. Then again nobody knows how far Mr. Inspector Robertson or Mr. Magistrate Dickens was prepared to carry the matter. The expression "to taste the nectar of love" was pronounced by Mr. Dickens as "grossly obscene." From this it would appear that if the above expression is "grossly" obscene, words such as "nectar" "taste" and "love" are at least obscene in the opinion of Mr. Dickens.

—oo—

THE COUNSELS BEFORE THE LEGISLATURE:—It was for the first time we believe in the annals of Indian Administration that the Legislators heard the views of the people through their representatives. Last Saturday, Counsel and delegates appeared on behalf of the Justices, the British Indian Association, the Indian League and the Trades Association, to represent their views on the Municipal bill to the Select Committee. They all gave brilliant speeches and tried as much as possible to misrepresent those whom they went to represent. This misrepresentation continued for 6 hours when Mr. Jennings finally concluded his speech by frankly admitting that he did not believe "the elective principle was adapted for the City."

Mr. Ingram spoke on behalf of the British Indian Association; Mr. Branson for the Justices; Babu Kalli Mohun for the League and Mr. Jennings for tradespeople. It was interesting to see the points of difference between their sentiments and their efforts to conceal their real views, from those whom they addressed. An inattentive listener might have found it difficult to understand what these respectable bodies were about and what were the points of difference between them. Their attention was limited to only three sections, *viz*; 21, 22 and 58 and all these three sections were condemned by all the Counsel; Mr. Ingram condemned the controlling sections, so did Messrs Branson, and Jackson; so did Babu Kalli Mohun and so did Mr, Jennings. But an attentive listener might have perceived that though they were agreed in their condemnation of those three sections, they were indeed quarrelling among themselves. Strictly speaking there were only three parties to the suit—the Indian League, the Justices and the Government. What these three parties wanted can be best shewn by the speeches of their respective counsels and members.

Mr' Ingram spoke first and he beautifully described how self-Government first arose in India, that it was thence transferred to Rome and from thence to other parts of Europe. That self-Government is indigenous in India, that the Hindoos have vastly improved under the fostering care of England and have become almost English in thoughts and habits, that Calcutta is eminently fitted for the elective system and therefore "Let the present corporation stand. Give up the appointment of useless individuals. Make a corporation what it practically always has been, representative. even with the infusion of a larger number of officials and then you will make the corporation a real gift.," And he concluded his speech in the following significant words: "His clients refused to have anything to do with the present bill. They asked for a fair trial being given, and there was no danger in giving them this fair trial. If it failed, wipe the whole thing out. On behalf of his clients, he would ask that if the Government could not form a conscientious belief respecting the fact that the time had not arrived for such a move as this, he would ask that the bill be set aside, and the present law continued. It was quite enough for him, if the arbitrary sections were set aside, and the prior ones respecting the form of the corporation be slowly changed. If these three sections really carried with the elective franchise, they would be satisfied with them; but as they did not they preferred that the old system be continued." These were the last words of Mr. Ingram. He ended his memorable harrangue with the words that "they preferred that the old system be continued." In his long speech Mr. Ingram never left an opportunity to praise the elective system and ending these eulogiums with the ever-recurring request "let the old system continue," How many times he made this request we have not had the time to count but that was the *badi* note as the musical phrase goes in his whole speech. Mr. Ingram also made another remarkable suggestion: that let the Government control be withdrawn and the system carried on for a single year, and if "during the progress of that single year Government found that the new body had failed in their duty, if they had not provided for the health, safety and convenience of every inhabitant of Calcutta, sweep them away and then the most vital blow would have been struck at the principle which had been conceded, because by its very failure it, would be thrown into the dust, and the enemies of the system would be able to appeal to the short trial which was made in the Calcutta Municipality and its utter failure." Thus spoke the advocate of the rate-payers and the elective system.

Mr. Branson who followed him, quoted many learned authors to prove that it was popular representation alone that has made the English the greatest

one minute longer than was actually necessary; they had no wish to hold office against the desire of those who appointed them or those whom they were supposed to represent. They were willing to give up their duties in order that they might be performed by good men and true, but they strongly and positively objected to the interests of this city being committed to the class of men who would, in all human probability, be elected if the bill as it stood should become law—men who would necessarily have no self-respect, and, accordingly, be unable to command respect from others." This is an important point and we forgot to mention that Mr. Ingram also tried to make most of it. From this it appears clearly that the present Justices, the members of the British Indian Association and those rate-payers who joined them, are not going to stand as candidates under the new system. This would be a great loss to the city, for the new corporation would thereby lose the valuable services of experienced men like the present Justices and the members of the British Indian Association. But it cannot be helped, they have already pledged themselves through their respective Counsel, and after that, it would be both dishonorable on the part of the public to urge them to stand as candidates for election, and for them to accede to that request.

As for Mr. Jennings, the representative of the Trades, he frankly admited that "he did not believe the elective principle adapted for this city." There was however a trifle inconsistency in what he said and what his constituents had said on two previous occasions. In their memorial the Tradespeople had already prayed for the elective principle and at the Town Hall meeting of the rate-payers, which was brought about by the same body, the same request had been made. Their representative knew this and admitted it, but he saw that it was altogether a hopeless task to reconcile these two views and he prudently allowed them to stand as they were. We must however give this credit to Mr. Jennings that he did not misrepresent the real views of his constituents. That credit also must be given to Babu Kally Mohon Dass who laid bare his heart with his usual out-spokenness. He said: "It has been said that if this Council is not prepared to give the citizens a full and free elective system without any sort of Government control, it is better that the existing state of things should continue. With reference to this proposal I have to say on behalf of the Indian League and on behalf of upwards of 13,000 subscribers of the memorial which the Indian League has submitted that they would rather have the system of election subject to Government control than the existing system of Municipal Government." And he concluded thus: "They are fully aware that in the begining of an important and a novel experiment the Government seeking that experiment shall naturally be solicitious and anxious to keep certain powers in their hands, but they trust and feel that the Government will not interfere except under very exceptional circumstances, and they reserve to themselves the right to ask for further concession hereafter."

Thus ended the deliberations of that memorable day. Our readers must have by this time perceived what these respective bodies were about. We are glad to state that their efforts were crowned with a great deal of success. The objectional sections have been removed, modified, amended and improved. This is itself a great gain. But we have other reasons to be thankful. We said that last Saturday was a day ever to be remambered. What we meant is this. It was for the first time that the Legislature heard the various sections of the community by their counsel before they framed a law. This is a concession which has already ended in brilliant results. Who knows that more brilliant results are in store for us in future to be obtained by similar means? Sir Richard Temple has found that such representations can do possibly no harm either to the people or to the Government, but they can do a great deal of good to both. Here is a new avenue opened to us to represent our views accurately and forcibly to Government, and we must never allow it to be closed against us. The ice has been broken, the experiment tried, concession made, the privilege admitted, and what objections can Government possibly urge against such representations in future? There are already certain bills before the Legislature, notably the Muffusal Municipality bill, and we think applications ought to be at once made to the Government for a representation regarding that bill. From the local to the Imperial Legislature it is but one step. But we see we have given a free vent to our fancy and so we must stop to-day.

——ooo——

The Chota Nagpore Encumbered Estates Bill.—The Government has taken pity upon the improvident Zemindars of Chota Nagpore and is desirous of affording them relief. They are very much troubled by their creditors and are in danger of being dispossessed of their property. The Government purposes by legislation to take up their liabilities, to stop actions against them and to compound with their creditors. The motive is very generous, though we must confess that this

the Government had relieved them by loans or temporary advances that would have been a quite different thing. but the Government means to sacrifice the creditors for the benefit of the encumbered Zemindars. It must be admitted that this is not strictly just. Money-lenders are everywhere an unpopular class, and people do not consider that no nation can do without them. That they are in most cases very hard, usurious and cruel nobody can deny, but at the same time it cannot be denied that they cannot force their money upon any individual Government has provided for the relief of insolvent debtors and for a wise reason. When a man has actually nothing to pay, it is cruel to harrass him any further, but in the case of improvident land-holders this does not hold good. They have their property, and so long they have their property, it is unjust that the creditors should be cheated of their just dues. Then again in the case of insolvent merchants, they generally suffer from mistakes and unforeseen circumstances, but improvident land-holders bring on their ruin by extravagance, carelessness and indolence. They deserve to suffer for their sins. But the creditors—what sins did they commit? They ought to have their reward for their thrift, enterprize and intelligence. When Government however undertakes to save a ruined house by enactments, it only rewards indolence and extravagance at the sacrifice of thrift and enterprize.

But there is another side to this question. It is always very painful to see the fall of a House honored and respected by the nation. It is painful to see the representatives of such Houses turned out of their ancestral property, shorn off their splendour, and reduced to absolute penury. And when Government undertakes to protect such houses from absolute fall, it does really a generous action and elicit our gratitude. It is when Government does not interfere in such cases that it fails to do its duty and becomes unpopular. We are glad to see that the wretched condition of the land-holders of Chota Nagpore has excited pity in the minds of our rulers and we shall be still more glad to see the pity extended to higher Houses. If the heir of the Peshwa had been treated with consideration, the Government might have avoided the Sepoy war of 1857. The heir of Sevajee has been driven from his own place and is treated more like a convict than the representative of the late *de facto* Hindu Emperors of Hindoostan.

In the case of the Chota Nagpore land-holders, we believe, the Government itself ought to help them by loans on small interest. It is not fair to protect one by ruining another. The barden ought to be borne by the nation and not by individuals. Already a great deal of wrong has beeen perpetrated in the name of these improvident land-holders. Take for instance the case of Sreemutty Barahee Debee. This lady had advanced certain sums to a land-holder of Chota Nagpore who having died, his estates were taken up by the Coart of Wards. On complaint being made, a scandalous defence was set up by the manager under the instructions of the Deputy Commissioner and the suit dismissed. On appeal being made, the High Court decreed the amount but made also the following severe remarks:—

We therefore reverse the decision of the Deputy Commissioner, and give the Plaintiff a decree for the amount which he claims with costs in this court and the court below. But it must be expressly understood that we do not thereby mean to sanction or authorise in any way the payment of these costs out of the Ward's Estate.

We think it right to observe that it is much to be regretted that in a suit for the management of which officers of Government are directly responsible a defence should be set up which has been in a large part abandoned at the trial, and in another large part abandoned here. We have no doubt whatever that had this case received due consideration at the hands of competent persons this defence would never have been set up at all. Indeed there was not in our opinion (so far as we have seen) any defence in this case on which a prudent man would have come into court to contest the claim. We do not of course mean to say that the manager of the Rajah's estate was not fully justified in carefully scrutinizing every claim which might be made against him. But he was not justified in coming into court with a defence which he was not provided with evidence to maintain.

Another serious irregularity must be noticed. The person named to conduct the defence in this case is (as the law requires) where there is no manager, the Collector of Manbhoom, that is to say, the officer in charge of the Revenue Jurisdiction of that district. It is stated to us that the Deputy Commissioner is in charge of the Revenue Jurisdiction of Manbhoom. Holding this position he becomes *Ex-officio* in the absence of any person duly appointed to act in that capacity, Manager of the Ward's estate on behalf of the Court of Wards; and the suit is brought against the Deputy Commissioner in his capacity as collector of Manbhoom and manager under the Court of Wards. Under such circumstances, the Deputy Commissioner was positively prohibited by the law from trying this case, and was bound to have sent it up at once to the Judicial Commissioner for his orders. Even, therefore had the decree of the Deputy Commissioner been unimpeachable, it would on this view be of no avail to the Rajah. We direct the Deputy Commissioners special attention to these matters, as we have reason to believe that suits in which Wards under the care of officers of Government are parties are very frequeutly not so carfully conducted as they ought to be.

Here then there was an evident intention on the part of those in charge of the defence to deprive the creditor of her just dues, by fair or foul means. But the matter did not end here. Though the creditor obtained a decree she could

the Courts. But at last she got a Perwanna to this effect:—

The Commissioner by virtue of his political power will not sanction the sale of Purgunna Shupur and without his sanction no Mahal will be sold of which you are aware. The debts of the above mentioned Purgunna at present are at least one lac of Rupees and its annual income is Rs. 6024. Gradually the income might be slightly increased as the terms of the *Jot* on certain lands expire. From the above mentioned income if the Government revenue, postal cess, and the maintenance of the Zemindar be deducted there will remain a balance of Rs. 3500 by which interest at the rate of 3 per cent per annum could only be paid. Under such circumstances I wish to pay ratably to each of the creditors 3 Rs. per hundred for a period of 30 years. The whole of this abovementioned Mahal being let on Izara there is no doubt of the money being realized. In fact if after deducting the Government revenue and the money due to the creditors the money be invested in Government Securities after the above 30 years the money be distributed among the creditors, but it must be known that no creditor is not to receive more money than what is due to him. On the 10th of May 1875 the account which Babu Rai Churan Ghose had sent accordingly monies receivable and interest at the rate of 4 per cent may be calculated and after 30 years monies receivable would be deducted. But you are to receive 1857 Rs. from the estate. According to the above account yo can obtain 512 Rs. in the year. If you agree to this then it will be notified to all other creditors. If any one of them (creditors) will not agree this proposition will be of no avail, and distribution will be made according to the income of the estate but know it for certain that an no accouut the Mahal wil ever be sold—12th February 1876.

What we understand from this obscure Perwanna is this. That the Commissioner of Chota Nagpore has some "political power" (whatever that may mean) by which he can obstruct civil processes; that the estate has a debt of a lac, and yields, clear of expences, about a 4 thousand Rupees per annum; that the Commissioner by virtue of his "political power" will never consent to the sale of the estate and that he is willing to pay 4 per cent to his creditors for 30 years only.

Now if the Commissioner has such a "political power" where is the necessity, of a law we do not know. But we fancy this "political power" is only assumed to over-awe creditors, and in that case the power is exercised simply to deprive others of their just rights. This proposed bill, if passed into law, will protect some land-holders without injuring materially their creditor. For instance in the case of land-lord the value of whose property is higher than that of his debts. Landlords placed under such circumstances are oftentimes ruined by the cruel and simultaneous pressure of all their creditors at one time, while if the creditors had gives them time they could have satisfied the claims of all. To such parties the proposed law will be of immense benefit, while their creditors will have no cause to complain. But for the Government to give protection to such estates as are hopelessly involved is to defraud the innocent creditors.

Sir Richard Temple who has introduced the bill says that if the estates of the Zemindars of Chota Nagpore are sold by civil processes "troubles arise between the purchasers and the villagers, and the rights of the cultivators are imperilled." Now when Sir Richard Temple says so, he has good reasons for it, though we are not aware what they are, but new land-lords have their uses as well as abuses. The wild, and undeveloped tracts of Chota Nagpore are under the control of semi-civilized Zemindars. It may be that the transfer of such estates to abler and more civilized hands can permanently better the condition of the cultivators. We would therefore suggest that whenever Government extends protection to hopelessly involved land-holders it should be done with its own money. For it is obviously unjust to deprive one for the benefit of another and Government should never stoop to such dishonorable practices. We would also venture to suggest that the Judicial Commissioner ought not to be the final authority on this subject. We have already seen in the case above quoted, that local officers are apt to be led by a strong feeling in such cases so fatal to a calm and just decision. The control of the High Court should never be withdrawn especially in cases where the Government itself becomes party to a suit. Here the Government will virtually become a party to the suit.

——ooo——

The following from a Gya correspondent:—

A few days ago a very interesting debate took place here in the Judge's Court *anent* the use of Nagri character in forensic proceedings. That petitions in Nagri should be received by all Courts in the Behar Province equally with those in Urdu has been very well settled by a recent circular order of the High Court issued at the instance of His Honor the Lieutenant Governor of Bengal. We regret the persistent opposition on the part of a Munsiff of this District to the spirit of the said circular order. A written statement in Nagri was filed by a pleader of the Judge's Court in the second Munsiff's Court here, whereupon objection was taken by the pleaders of the opposite side. Who began to press that a translation in Urdu must accompany the said written statement as none of them could read the character in which it was written. The Munsiff directed the pleader to file a translation but the latter relying upon the circular declined to do so. The poor Munsiff was put to his wit's end as to how to decide the matter. The details of the conversation with the Munsiff are unnecessa[illegible] At length, he thought it proper to refer the matter [illegible] District Judge for decision. It was taken up in due [illegible] of business by the Judge: all the Mahomedan p[illegible] arrayed themselves on one side as expected. On the [illegible] side were the Hindoo English-knowing pleaders f[illegible]

was pleased to hear arguments though the decision demanded none, the point having been set at rest by the circular order above referred to. Never perhaps did the Court House witness such a grand spectacle, the hall was crowded almost to suffocation; the matter being of vital interest and importance. What long and chronic slavery can do well manifested itself on the occasion. The Hindu Mukhtiars and Amlas generally instead of gladly joining the side which was fighting for the revival of their national langauage seemed to be in favor of Urdu in which they have been brought up from their childhood, the same having all along been the Court-language. Without going into the detail of the arguments urged on both sides, I give here in brief the Chief ones. One side contended that Nagri cannot be written so fast as Urdu; that the generality of the people, espicially the Court people know and like Urdu: and that forgery is easier and more convenient in Nagri than in Urdu. The other side replied that in the present moment there may not be any who can write Nagri so fast as Urdu, but let Nagri have a fair trial, let it be nourished and it will run as fast on paper as its rival; that the generality of the Court people may like Urdu, because it is to their own advantage the Muffusil people being totally ignorant of that language, become mere tools in their hands; that the generality of the Muffusil people like Nagri, as there are in the interior far more numerous *patsalas* to teach Nagri than those to teach Urdu, the latter is confined only to a certain class of people especially the Mahomedans, the former is the language of the land; and that as regards the convenience of forgery it must be admitted by every body familiar with both the characters, that the very reverse is the fact, that in Urdu a single dot or a slight stroke of the pen may have the effect of depriving a man of his just rights.

When the discussion was going on Mr. Simpson whom the Lieutenant Governor has been pleased to send here as an additional Judge, on the recommendation of the High Court, set his foot on Gya. He at once entered the Judge's Court whereupon the latter went with him into the private chamber. After a few minutes the Judge came back to the ejlas when the postponed discussion was renewed. So amused was our Judge with the harangue that went on, that he did not hesitate to go into the chamber and request Mr. Simpson who was already fatigued with the wear and tear of his long journey, to share in the amusement. The Mahomedan pleaders went so far as to call in question the authority of the said circular order of the High Court an order issued not hastily but, as is known to every body, after many years, most careful deliberation and the fullest discussion; and our judge was pleased to allow arguments of the kind going on for hours, inspite of the indubitable authority and the plainest provisions of the circular. Thus several hours of the valuable public time were, as usual with our Judge, amused away; and this was just a few hours after justice Jackson had turned his back towards the metropolis. His lordship came here to enquire into the charge of dilatoriness brought by a correspondent of the *Patrika* against Mr. Bignold. As the details of what his lordship did and how his lordship inspected the office—how his lordship sat by our Judge to watch proceedings; how the latter attempted to run fast studiously with his pen on the occasion; how he now and then attempted to whisper in a manner indicative of previously existing familiar friendship and confirmatory of the rumor that he is a close friend of his lordship; how his lordship prudently enough, attempted to keep due distance; how the latter now and then attempted to instruct the former, thereby removing the all along existing impression that the duty of a superior officer is merely to watch and report rather than to instruct or interfere in the decision; how an interesting dialogue ensued between his lordship and a pleader who happened to put on a blue cap; and how his lordship, apparently dissatisfied with the Judge's work demanded a comparative statement of the daily work done by our Judge as well as the Subordinate Judge &c., have already appeared in the *Indian Mirror*, I need hardly repeat them. The public here are on a tipteo of expectation to know the result of his Lordship's inspection. They are indeed sorry that it is not out as yet.

SCRAPS AND COMMENTS.

A contemporary says:—

Theodore, the son of the Monarch of Abyssinia, has recently left London for Paris, where he spends the winter. So complete has been the young Prince's English training, that he has forgotten his native language, and is only able to converse freely in English.

And now we hope the generous English people will provide him with a Deputy Magistrateship!

A military correspondent at Vienna furnishes some information as to the chances of a war between the Porte and its Slavonic opponents, including Servia and Montenegro:—

Taking a high estimate he says the Porte could not bring into the field more than 265,000 men and 700 guns. On paper, the Turkish army consists of 460,000 men (150,000 Nizams, 70,000 Ichtyats, and 240,000 Redifs of both levies), but the majority of (these can escape military service by legal and illegal exemptions and other means. Of the force of 265,000 men, which is the utmost that could be brought together, two army corps would have to remain in the provinces where the Slavonic, Albanian, and Greek populations would require to be held in check. This would leave for war purposes a force of 165,000 men and 500 guns. Servia, on the other hand, has 157,000 men, with 306 guns, and Montenegro 30,000 men, with 28 guns, while the insurgents have 10,000 men, making a total of 191,000 men, with 334 guns. Assuming that Servia will have to keep some troops, at home, she will have at least 130,000 for disposal in the field.

Lord Rayleigh is one of the greatest mathematicians of the age and yet is devoting considerable time to the investigation of spiritualism. *The Lucknow Times* says:—

"He has associated with him two other influential *savans*, one especially very well known at Cambridge. They are going to work in a thoroughly systematic way to investigate the phenomena which are produce by the spiritualist media, and though not committing themselves to the belief in spiritualism have been greatly impressed by the performances which they have witnessed. The most puzzling are those which have been effected when the galvanometer has been used. This instrument is so delicate that it will detect the smallest movement, yet a medium swathed and bound has been able to untie the fastenings by which she is surrounded without producing the smallest effect upon the galvanometer, though she was in connection with it. We are glad to know that the

The London correspondent of the *Bombay Gazette* writes:—

I have some reason for saying that the Government contemplate shortly issuing an important regulation affecting the Indian newspapers. The language of several of the native journals has of late attracted considerable attention here, much more, I am sure, than it ought to have done. But Indian officialism under the French Empire, is disposed to resent criticism, and there is just a fear that in aiming at the native press, the new regulations may be covertly directed at outspoken journals like your own. Instead of placing restrictions on criticism upon the policy and the acts of the Government and the conduct of its officers, it would surely be enough to limit them to attacks upon British supremacy, its legality, or its paramount rights. A law of this kind if a law at all is necessary, would amply meet the case of a few native sheets which, though of limited circulation, cause a deal of unnecessary irritation at home, and it would at the same time be of general application and reach the English journals published in India, supposing they ever committed the suicidal folly of writing treason. To make a regulation, as has been suggested, which shall have the effect of absolutely placing the official class above all criticism, sounds so utterly unreasonable that one can hardly credit it, even under the rule of Lord Northbrook and his Private Secretary---espicially the Secretary. Proposals of such a nature have, however, been made to the India Office, and there is reson for expecting that some at least will be carried into effect. For the credit of the Government. I hope they will not dare to curb the loyal and reasonable criticism of the English press in India.

A writer, addressing the *New York Times* says as follows:—

Since China has shown that she appreciates the necessity of exchanging the junk for the iron-clad, we may expect to see the archer and the matchlockman of the Imperial Army superseded by infantry armed with breech-loaders, and artillery equipped with rifled cannon. The successes achieved in the Taiping rebellion by the small bodies of Chinese troops, organised after the European model, and commanded by Ward, Burgevine, and Gordon, afford abundant evidence of the efficiency of the Chinese soldiers when properly armed and led. With her countless population, she would be able to place ten men in the field for every one that France or Germany can raise, and could ration these men with rice at a tenth of the outlay that each European soldier costs his Government." The *Pall Mall Gazette*, speaking of the Military resources of China, justly observes that a people who built the great wall of China, and opened water communication from Peking to Canton, a distance of 600 miles, "are not to be despised because of defective administration in our own day, and their unwillingness to accept modern innovations from a foreign land."

The Calcutta correspondent of the *Standard* makes the following statement regarding Lord Northbrook:—

"I cannot vouch for it, but I am reliably informed that his Lordship has not drawn one rupee of pay since he came out, and that he may claim at this moment one hundred thousand pounds form the Treasury. Surmise is busy with the reasons for this abstention, and many think that Lord Northbrook intends to bestow this vast sum on the country he has governed in the shape of some charitable institution—a Northbrook College or a Northbrook Hospital. If there be such an intention on his part it lifts him above any Governor that has ever come to India. True the benefit to be derived from a hundred thousand pounds are not so gigantic as to affect an Empire so vast as this to any great extent with direct benefit. But the example of unselfishness, of liberality it would set is of value altogether incalculable, and the impression it would make on the minds of the Indians cannot be exaggerated. It is possible that I may be wrong in the statement, but in this I certainly am not in error, that the belief is that his Lordship has not touched a penny of his pay, and that he has no intention of appropriating it to his own use. If so this indeed is the veritable *iter ad coelum*

A letter in the *Pioneer* says:—

"I have just come from a lengthened inspection of Jung Bahadoor's live presents to His Royal Highness the Prince of Wales. The collection is a most interesting one. I never saw such a splendid variety of birds. The collection is in charge of Mr. Drew of Naini Tal. Mr. Drew has succeeded in bringing it thus far without a single accident, and he is confident of being able to get it to Bombay with very little loss *en route*. One of the tigers is a magnificent fellow. He is imprisoned in an iron box, and you can only view him like a peep-show through a hole on the top. I once (somewhat unexpectedly) saw a tiger in a wild state, but I was in a hurry at the time, and tho the circumstance of our interview were very unfavourable to anything like accurate or leisurely observation of the lord of the Indian jungle, but I was able to contemplate the Prince's tiger with very different feelings, and in a very different manner. When I first looked at him, he did me the honor of spitting in my eye, but then it must be remembered that he is (I suppose) fresh from the jungle, and a few months at Sandringham will have a civilizing influence on him. The collection has been accompanied thus far by an aged and many wrinkled Goorkha, who was introduced to one notice as the principal tiger sowar of Jung Bahadoor. When this ancient person surveys the tigers (which is often), his eyes beam with affection, and his lips murmur words of endearment. He tried to induce me to put my eye right down on the peep-hole, but "smiling I put the question by." The most curious thing in the collection is an immense armadillo. I never saw such a queer thing in my life, and I am not sure whether they have any specimen of it in the Zoological Gardens in London. It is a cross between a small alligator and a tortoise, with a strong dash of the hedge-hog about the head. It was asleep and coiled up in such a manner that, for the life of me, I could not discern which was its head and which its tail. When it was poked up a little by the keeper, it suddenly uncoiled itself with a clatter that resembled the jungling of chain-armour, and made a sweep at the pole which caused you to feel thankful that the pole was not a sentient thing. Wild or tame, alive or stuffed, I never before saw a specimen of the *thar*, and in my poor opinion a more beautiful animal it would be impossible to conceive. The head is beautifully shaped, the eye large and lustrous, and the long hair is almost as fine as silk. There are two bears in the collection. One is a very tiny little fellow, and the other is only a very medium-sized specimen indeed. There are two little kitten leopards, the funniest little fellows I ever saw. They spend their time, when they are not asleep, in rolling over each other, and appear to extract a great deal of humour and entertainment from this somewhat monotonous diversion. The birds are see to great disadvantage just now. The cages are too small, and the framework is too close; but when then they have been transferred to a well-constructed aviary, the glorious variety of plumage will look magnificent. A fine specimen of the Himalayan wild dog is one of the most interesting a nimals Esquimaux dog. Two very small Khibetan dogs are exactly like sky-terriers in general appearance, but they are savage little monsters for all their good looks, and had bittei their keeper very severely the day before they arrived in Bareilly.

Says the *Vanity Fair*:—

"The real truth as to the Queen's reception cannot of course be gathered from the daily newspapers, whose business it always is to make things as pleasant as possible. The fact is that the reception was a remarkably cold one, the more remarkably so because an English crowd is almost always ready to cheer anybody, from Garibaldi to the Claimant. The lusty shouts of bygone years were replaced by the faintest possible cheers, and were accompanied by remarks in the crowd—nay, even among the police—which were any thing but pleasant to hear. Nothing disrespectful was shouted openly, however, and a little more warmth was shown on the return journey, which is the most that can truly be said.

It was really too bad that the Queen on her first re-appearance in public after the long seclusion, should be received with utter coldness and it was equally painful to see expression of settled gloom which rested upon the features of Her Majesty all through the proceedings. A correspondent says:—

"She acknowledged the cheers which came from the outside fringe of the crowd with a gravity which was almost chilling; and during the whole time she was in the House of Lords she never opened her mouth or uttered a syllable, but sat rigid and solid, with a woebegone look upon her face which was quite piteous to see. Her Majesty, however, looked in good health, though considerably stouter that when last I saw her."

The members of the Parliament seem to have acted in a very disorderly manner on the occasion. The same correspondent says:—

"Inside Westminister Palace the principal feature of the ceremony was the extraordinary but not unprecedented behaviour of the members of the House of Commons, who made one of these "ugly rushes" which nothing but a solid phalanx of police can resist. The poor Premier was shamefully mauled and knocked about, so that he was quite unable to get into the presence of Royalty. In short the members of the Lower House behaved like a disorderly mob of East-end roughs, and seemed to have wholly forgotten what was due from gentlemen to the first Lady in the land. Nothing could, in short, have been more disgraceful than the behaviour of these excited M. Ps. But, after all, a mob is a mob, and it makes very little matter whether its component parts are gentlemen or *canaille*. One needs only to see a fashionable crowd mob the Princess of Wales at the Zoo or the Horticultural Gardens, to know that for rudeness and roughness it may compare favorably with any mob in the world, high or low."

The *Times of India* says:—

"It was stated some time back that the Duke of Sutherland, during his short stay at Hyderabab, had invited Sir Salar Jung to visit him in England; and that His Excellency had accepted the invitation as one of which he might possibly avail himself at some future date. Sir Salar has determined to carry out his intention of visiting Europe at once; and he will leave Bombay for that purpose on the 5th April. The Rubattino steamer Asia has been chartered for the conveyance of His Excellency and suite to Naples. We are not informed whether His Excellency's objection visiting Europe is pleasure or business—whether he goes simply to pay a return visit to His Grace the Duke of Sutherland, and to see the "barbarous" countries of the West, or whether he has a new loan or a new Railway or any other little "trifle" to introduce to the capitalists of Europe or to the British public. Under all circumstances, we wish the bold and enterprising Minister a pleasant voyage, and as regards the objects of his visit—be it business or pleasure—such results, as may, from all points of view, tend to the real interests of the Nizam and his subjects."

A strange disease has appeared in Salem. The following is a report from A. Mahomed Gattalah, Acting General-charge Deputy Collector, Salem, to the Collector of that District:—

"I have the honor to inform you that a disease of a very singular character has made its appearance in three villages of the Senkerry Division. There were thirty cases in Yadapodee during the last week, but I am glad to inform you that all of them recovered by the immediate use of the medicine. Only one case in Konaryputty proved fatal, and the reason was that the patient, who was a Brahmin, refused to take the prescribed medicine. It would appear that he died within two hours after the attack. On the 9th instant there were four cases in this place: a Police Constable who was on drill exercise was suddenly attacked, and within twenty minutes became unconscious; likewise, the brother of Sub-Magistrate's gumasta, the wife of Solomon Pillai, Taluq Maistry, and another, were attacked, but prompt application to the remedy gave them immediate relief. It appears that all of a sudden a sharp burning pain, as if stung by a scorpion, is felt either in the sole or toe of one of the feet, and the pain rapidly runs to the head; the belly begins to bloat, and hard breathing commences, which is soon followed by unconsciousness and the setting in of the lockjaw. This stage is reached in an hour's time. If the remedy is not applied instantly, the man dies within two hours. The remedy, which has proved so successful, is very simple; the contents or the dung in the goat's stomach is taken out, dried, and reduced into powder, and about half anna's weight of it, which makes a dose is given internally, well mixed in hot water, and, as soon as it is taken in, the patient begins to recover, two more doses are repeated at intervals of half an hour; and after six or eight hours the man looks as well as he was before, not the slightest symptom of any aliment remaining in him. Great excitement exists in this and the surrounding villages by the sudden breaking out of this strange and dangerous disease. Each person is careful in providing himself with a sufficient quantity of dung-powder, which he keeps tied up in his turband, or upper garment, wherever he goes; more specially those who go to their fields and other distant places on business never fail to do so."

We take the following from the *Darzling News*:—

A Llama's dance came off at the Buddhist Cathedral last Wednesday. These dances are held twice a year, and are apporently of a religious character, being intended to put the evil spirits on good terms with the followers of Buddha during the ensuing season. The performance began about noon, and was continued until close on 5 P. M., when it terminated with throwing a sort of altar, round which the priests had danced, down the khud. The attendance of

would come off. Those who did put in an appearance were welcomed most cordially, and "lashings" of murwa and tea were provided by the hosts. The Deputy Commissioner arrived on the scene about 2 P. M. and was received at the head of the avenue leading to the Temple by a guard of honor, with band and colors. What may, perhaps, be called the first part of the pantomime consisted of a dance of Llamas, gorgeously attired in figured China silk robes, with, masks on their heads representing death, deer, antelopes a parrot, &c. All these masks were wonderfully well executed, and would have done no discredit to the mask-maker to any leading London theatre. After this had lasted some time, the dancers filed into the temple to change their dresses, and the stage was occupied by what might be termed clowns and pantaloons. Eleven Llamas then re appeared, each clothed in different dresses, each of which was of China silk, with various emblems worked on them; one in particular, the head Llama, having seven skulls and an irradiated eye worked on the front of his robe. Each Llama wore an enormous steeple hat, surmounted by the representation of a human skull, out of the top of which issued a feather. The band consisting of cymbals, gongs, fog horns (?), thigh bone trumpets, and drums, then struck up what apparently was meant for a grand march. An old gentleman who, if he were got up in surplice and hood, might have passed for the Precentor of a Cathedral, so venerable and benevolent did he look, was assisted by a jolly looking Llama, who might have almost been taken for a Lay Conon, leading the choir, and chanting away from a music book. After filing round the alter, keeping time to the band, the priests, each of whom had a *dorge* in the right hand, formed two lines, with the two chief Llamas at the head, and facing to the north. Rice and several other things were then thrown away by the file leader; each time anything was thrown away, the circling round the altar was repeated, until, at last, this portion of the ceremony was brought to a close by the head Llama firing an arrow towards the north.

The priests then formed themselves into a circle, the head Llama placing himself just in front of the choir, and his coadjutor at another portion of the circle. The laity then came forward to receive the benediction of their pastors, and each, having previously deposited a current coin of the realm in a plate of rice placed near the head Llama, bent down and received his episcopal blessing, which was given by placing both hands on the sides of the suppliant's head. After each had been blessed by the superior, he, or she, passed on to Llama number two, probably the dean, who also put his hands on their heads in the same way. It is noteworthy that the number of women who presented themselves for this laying on of hands was fully three times as great as the number of men who were blessed This ceremony having ended, the Llamas, each in turn, executed a *pas seul*, and went into the Temple; they were succeeded by two clowns, each with a skull for a mask, and a white jacket, with ribs painted on it. They performed a very grotesque *pas de duex* for a short time, and retired. This closed the dancing portion of the ceremony, and the whole terminated, as has been already said, by the altar being carried a short way in procession and thrown down the khud.

If the correspondent of the *Pioneer* is to be believd, it was a strange species of tigers which was killed by the Prince in Nepaul. He says:—

"What was remarkable about this tiger-drive was the extraordinary number of tigers driven out, and their extraordinary meekness. There were no less than six killed; and no sheep could have gone, or rather waited, more sheepishly for the slaughter. There were two tigresses, with two full-grown cubs each. They must have been utterly bewildered by the uproar and by the hopeless array of elephants hemming them in. One lay down just in front of the line, hardly three yards from an elephant's trunk, and absolutely declined, to stir. Men pelted him with orranges with cakes of sweet chocolate, even with cartridges, but he would not move. He seemed to say—"You may kill me if you like, but it shall be murder undisguised. I won't allow you to pretend that was anything whatever in the nature of a fair fight." In fact, they were all as tame as rabbits. They swarmed harmlessly about. They seemed not six but sixteen. Still, the matter on hand was to kill tigers, and killed they were—six in one beat, seven in one day, but one party or rather by one man!"

The tigers, it seems; were overawed by the august presence of His Royal Highness.

London, in spite of its excellent drainage system, does not appear to fare better during the rains than any Presidency city of India:—

Now, just fancy a young gentleman having to turn up his trowsers above the knee and wade through our much beloved streets of London, as if he were at least a celebrated swimmer like Captain Webb, and not afraid of the waters closing over him. Such is the present state of our thoroughfares. Those who are not lucky enough to find the necessary money to travel either by bus or hansom must have a most terrible time of it. I took a hansom yesterday to my dwelling-place, and got splashed literally "up to the eyes," Those lotus-eating persons who write themselves as authorities of the several parishes, generally travel in their closed broughams and know nothing of the misery of us "single" muddy unfortunates who can tride in such fearful chariots. I believe that very ancient tourist, who said that any one entering Athens for the first time would scarcely recognise the noble city when he viewed its dirty muddy streets, was thinking of London when he wrote. If one were to place a stranger who had been told as to the beauties of our city, in the streets, he would call his instructor some very wicked names. From Pall Mall to Temple Bar, from thence to Southwark, all is mud, and an euthusiast of London's beauty would immediately throw over his doctrine were he to see her now. The soil seems very favorable to artificial lakes and ponds, and were an Italian to make any "odious comparison's" he would certainly say that London is a kind of muddy Venice. Cab fares have risen, and small rafts will soon be *au fait*, while as to walking, it is a moral impossibility. Such is life. At one time we are as happy as the day is long, rejoicing in our clean boots; at another we are weeping at our soiled clothes and wondering if it would be policy to build a raft to float over the mud.

A contemporary says:—

Proffessor Aggassiz of America tries manfully to uphold the dignity of man's origin. The animal kingdom is divided into groups, and "every great typical division is built "on a given plan." Every order of animal proceeds from an egg-origin, but the egg which produces one group of animals never produces another. "Each is so precisely and exactly limited to its own, as not to allow possibility of man growing by any process of development or evolution from the egg-shell which produces an ape, a bird, or anything else." "The fixedness and intricacy of the processes by which types are preserved, theory was patronized by the Hindus from times of which the memory runneth not.

The *Westminister Review* one of the most sceptical periodicals or the age, makes the following remarks on spiritualism:—

"The religion of the future is in our midst already, working like potent yeast in the mind of the people. It is in our midst to-day with signs and wonders, uprising like a swollen tide, and scorning the barriers of Nature's laws. Yet however irresis tible its effects, they are not declared on the surface. It comes veiling its destined splendours, beneath an extierior that invites contempt. Hidden from the prudent, its truths are revealed to babes. Once more the weak will confound the mighty, the foolish the wise, and base things and things despised, it may be even things that are not, bring to nought things that are; for it seems certain that, whether truly or whether falsely, Spiritualism will re-establish, what professes to be ground of positive evidence, the fading belief in a fature life—not such a future as is dear to the reignig theology, but a future devoloped from the present, a continuation under improved conditions of the scheme of things around us. Further than this, it is impossiple to predict the precise development which Spiritualism may take in the future, just as it would have been impossible at the birth of Christianity to have predicted its actual subsequent development; but from the unexampled power possessed by this new religious force of fusing with other creeds, it seems likely in the end to bring about a greater uniformity of belief than has ever yet been known."

We take the following from a contemporary:—

"The project of uniting the Atlantic and Pacific Oceans by a communication which should pass through the territory of Honduras, to which such prominence was given in the report of the Select Committee on Foreign Loans, is not so novel as may be commonly supposed. On the 14th of August 1502, Columbus, landing in the course of his fourth voyage at Cabo de Honduras, set foot for the first time upon the mainland of America. The conquests of Hernan Cortes, Cordova, and Alvarado, quickly attached the new territory to the dominions of Spain. Its mineral wealth and beautiful climate, its vast forests of pine and mahogany, together with its richness of soil, gained for Central America the name of El Dorado of the New World. But beyond this a further value attached to the country as the highway from the Atlantic to the Pacific, which Alvarado first sighted from the heights of Panama. From the day that Charles V. penned to Cortes his "Secreto del Estrecho" to the times which supply us with the more practical testimony of Humboldt, the junction of the two oceans has been a question of acknowledged importance. To this day traces may be distinctly seen of the old road which ran from Puerto Caballos, now Port Cortes, in the north, to the bay of Fonseca, upon the southern shore. Since the establishment in 1540 of the Puerto, the first port which the Spaniards opened along the northern coast, repeated explorations have shown that this route forms the best line of communication from sea to sea. Following along the valleys of the rivers Humuya and Goascoran, the route crosses the central plain of Comayagua (the ancient Valladolid), the present capital of the State of Honduras; and, with a length of just 230 miles, runs in almost a right line due north and south."

The *Times*, we see, reports that an experiment is about to be tried at the Royal Arsenal at woolwich, which is regarded as of importance to the service in India. It is as follows:—

"Troughout nearly the whole of India both coal and iron are to be obtained, but both of inferior quality, and hitherto the iron has not been utilized on account of its being almost impossible to puddle it, the climate forbidding the use of the ordinary puddling furnaces. Some iron has been used direct from the ore, but it has not proved satisfactory, and it is quite unavailable for military purposes. It is, therefore, designed to introduce some method of puddling by mechanical means, such as the arrangements known as Crapton's revolving furnace, which has been on trial at the Royal Gun Factories in the Royal Arsenal for some time past, and has been found to effectually decarbonize the molten ore without the employment of manual labour. The India Office has, therefore, sent over a quantity of native coal and iron ore, as well as some pig iron, with a view to an attempt being made to use the coal, and puddle the iron on the revolving principle; and the trial will, consequently be made in the Royal Gun Factories, under Mr. Crampton's own superintendence. Should the experiments prove successful, many of the articles for military use, now manufactured at home, and exported to India, will, probably, be made upon the spot by native workmen, and of native material."

THE PRESIDENCY MAGISTRATE'S BILL.

(*The Englishman.*)

We are not sure that the public have yet had time to realize the startling fact that, if the Bill becomes law, any Presidency Magistrate will have power to imprison any offender, European or Native, for two years, or to fine him to the extent of one thousand rupees, provided, we suppose, though the Bill does not say this, the Penal Code authorises such sentences. That this is a very formidable increase of jurisdiction all will admit, on remembering that the present limit to a Police Magistrate's powers is six months' imprisonment, or a fine of two hundred rupees. We are, therefore, entitled to demand that a strong case be made out in favour of the proposed change. Yet, Mr. Hope, in presenting the Report of the Select Committee on the Bill, the other day, said not a word on this important question, and we believe the only reason alleged in support of the increase of jurisdiction is that it will lesson the work of the High Court. Thus we shall be able to quote, with but a slight variation, Pope's well-known verse—

"And wretches hang that jurymen may dine."

And Ram Bux will go to gaol for two years, because it was not worth while giving Her Majesty's Judges the trouble of trying him properly.

In sober earnestness we protest strongly against this virtual abolition of trial by Jury. Without indulging in all the rhapsodies of a Brougham or an Erskine in favour of the system, we still believe it to be the most satisfactory one when the liberties of any man are at stake. Granted, for the sake of argument, that a Jury is not more right in its conclusions than a Judge, we are convinced of this important fact that, in criminal matters, the public would sooner trust the former than the latter. It is not enough to have a good tribunal; the tribunal must command the confidence of the community. In Calcutta, as (we suppose) in Bombay and Madras, the Juries are up to the required standard; they are not now even obliged to be all unanimous; their verdicts are seldom, if ever, questioned; and, if they err, they err on the right side—that is, in favour of we venture to think that the result will be eminently unsatisfactory, and that complaints will be rife. We should deprecate such a power being entrusted to a High Court Judge so long as a respectable Jury can be obtained; we strenuously object to its being confided to men who, whether barristers or civilians, must be inferior in experience and attainments to such a functionary.

We are aware that, under the new Bill, the convicted person may appeal to the High Court when he is sentenced to more than one year's imprisonment, or to a fine exceeding Rs. 500. But the High Court will not have seen the witnesses on whose testimony the accused was convicted, and must trust to the substance of the evidence which the Magistrate is allowed to record, from memory, after convicting him. Thus, from a sentence of one year's imprisonment there is no appeal: from one of longer duration an appeal lies, and, so far, we ought to be thankful; but its value is questionable, and recourse to it will be hazardous, when we remember that the High Court have power to enhance the punishment originally awarded. On the other hand, the Local Government have always power to direct an appeal from an acquittal.

In England, of late years, the summary powers of Magistrates have been a good deal enlarged, but the result is far from satisfactory, if we may credit the writer of a recent article in the *Fortnightly Review*. There Mr. Henry Crompton says:—

It is merely the enormous increase in quantity of summary powers that requires remedial laws; the chief evil consists in the character of those powers. First of all, we insist that too large a power is possessed. Magistrates possess summary powers in cases that ought only to be tried before Judge and Jury. An aggravated assault upon a woman or child ought never to come within their jurisdiction. At present the Magistrates have summary jurisdiction, as there is no option of trial by Jury, and they have power to inflict six months' hard labour. This excessive power is accompanied by a more unjustifiable power to inflict a £20 fine."

The writer proceeds to comment on the inequality of the sentences imposed by a Magistrate, and points out that, generelly speaking, the punishment is fine for the rich, and imprisonment for the poor. And yet it is proposed to entrust our Magistrates with four times the powers of their English brethren, and to give them jurisdiction over all but the very gravest class of offences. Uuder the new Bill, a Magistrate will be able to inflict the maximum punishment for defamation—an offence which it seems to us, as much as any one, ought to be adjudicated on by a jury. And all Honorary Magistrates, it appears, are invested with the same powers, and will be able to exercise them in case the stipendiary Magistrates should be unable to sit.

THE ACTIVITY OF MANCHESTER.

(*From the Times of India.*)

Still another Manchester deputation! These indefatigable Manchester men set an example to the mill-owners of Bombay which ought not to be wholly thrown away. If the manufacturers of the former city were threatened with hostile legislation at the instance of rivals whom they had reason to dread, what an agitation would be organised without the loss of an hour! Petitions would be sent in to the Government in an unceasing stream, public meetings would be held in the Town Hall, speeches made, resolutions passed the journals innundated with letters, deputations to Government organised, and funds subscribed in abundance to carry the war into the enemy's camp. But Bombay is quiescent whether threatened now with a Factory Act, dictated not by humanity but by selfishness; or with an impost on its raw material; or with a manipulation of the tariff intended to "nip the Indian cotton industry in the bud." If it were not for the protests of the press, no one would be aware of the fact that Bombay is interested in these matters. The masterly document drawn up by the Secretary to the Bombay mill-owner's Association, and presented to Sir Louis Malet on his departure for England, shows that the vital importance of the question now at issue is fully understood, but how idle is it to expect that the ablest statement of the merits of a cause will avail if vigorous action be not taken to ensure its being listened to with respect. It is not thus that the Manchester agitators press their case upon the attention of the Government. The deputation to Lord Lytton drew from the Viceroy designate a profession of faith. His Lordship stated that he concurred in the views of the Secretary of State as expressed to the deputation on last Thursday week. That is to say, the new Viceroy considers that the import duties should be gradually reduced, and that a time should be fixed for their complete abolition. And we may presume that Lord Lytton is also adverse to the imposition of any new tax. How, then, is the deficit to be made good? It is to be hoped that the gentlemen from Manchester who are dictating the policy of the Government in this matter, will not require the salt tax to be increased in order that their piece-goods may escape the contribution to the Indian revenues they have hitherto yielded in common with all other imports. It is satisfactory to find that Lord Lytton took care to point out to the deputation the financial difficulty involved in the abolition of the cotton duties. Lord Salisbury appears to disdain such trifles as financial difficulties when speaking on this question. The fact that the new Viceroy has his attention already drawn to the practical inconveniences involved in modifying the financial system of India to suit the exigencies of Manchester, gives ground for hoping that when his Lordship has reached Calcutta he may pause before departing from the policy of Lord Northbrook in this matter of the Custom duties. It is for those whose fortunes are bound up with the future of the cotton industry of India to turn the interval to account by instructing public opinion. They should follow the example set them by their energetic rivals, and agitate! agitate! agitate!

ACKNOWLEDGMENTS.

SUBSCRIPTIONS.

	Rs.	As.	P.
C. Mooroogam Moodr. Esq., Madanapully ...	5	0	0
C. Rama Krishtnamah Chetty Esq., Purasapalkam Madras	5	0	0
Sundar Pandurang Navolkar Esq., Bombay ...	2	8	0
Damodur Mayaram Esq., Bandora, Bombay ...	5	0	0
Messrs. S. Vencolea Row & Co., Errode	1	8	0
Venkatrad Wishwanath Joglekar Esq., Ahmednagger	5	0	0
Dr. Murdock London	5	0	0
Secry., Native Library, Dapuli, Bombay ...	5	0	0
Rao Saheb Javachram Sateachram, Sadra ...	5	0	0
Madhob Rao Narayan Joglekar Esq, Jamnagger	5	0	0
Secry., Seetabuldee Native Club Nagpur ...	5	0	0
Secry., Malwan G. Library Ratnagiri, Bombay ...	5	0	

তাঁহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হওয়ায় তিনি ইহা হইতে বিরত হইতে বাধ্য হন কিন্তু সুযোগ পাইলেই গবর্ণমেণ্ট ইহা প্রচার করিবেন। এ দেশে চিরস্থায়ী বন্দবস্ত থাকায় গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছাপূর্ব্বক রাজস্বের বৃদ্ধি করিতে পারেন না। অনেক সময় তাহারা যদৃচ্ছা ব্যয় করিতে পারেন না। এই অভাব দূর করিবার নিমিত্ত যাহাতে এ দেশে অন্য কোন উপায়ে আয় বৃদ্ধি হয় গবর্ণমেণ্টে সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছেন। এই অভীষ্ট সিদ্ধি করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট রোড সেস বাড়াইয়া বঙ্গবাসীদিগের স্কন্ধে একটি কর ভার নিঃক্ষেপ করিয়াছেন। ইহাতে দেশের রাস্তা ঘাট প্রভৃতি নির্ম্মাণের অধিকাংশ ব্যয় ভার গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় করের উপর নিঃক্ষেপ করিয়াছেন। এখন যদি দেশময় মিউনিশিপালিটী স্থাপন করিতে পারেন তাহা হইলে পোলিস, চিকিৎসা, ঔষধ, বিদ্যাদান, এবং অন্যান্য নানা বিধ ব্যয় ভার দেশীয় লোকের উপর নিঃক্ষেপ করিতে পারেন। তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের আর একটি উপকার হইবে। সর্ব্বত্র পোলিস রক্ষা করিতে পারিবেন। আমাদের বন্ধনের যদি কোথাও শিথিল থাকে, তাহা কঠিন হইবে। সুতরাং মিউনিশিপালিটি আইনে সকলেরই স্বার্থ আছে। এই আইনের ক্ষণ সংশোধন হইতেছে। কলিকাতাবসীরা ইহা লইয়া তুমুল সংগ্রাম করিতেছেন। মফস্বলবাসীরা যদি এখন উদ্যোগী হন তাহা হইলে অনায়াসে তাহাদের ইষ্ট সিদ্ধ হইবে। ভবিষ্যতের আশঙ্কা করিয়া দেশীয় লোকের উত্তেজনা না হউক, বাঙ্গলা দেশের সমুদয় প্রধান স্থানে এখন মিউনিশিপালিটী আছে এবং যেখানে ইহা আছে সেখানে ইহার কোন রূপ উত্তেজনা করা উচিত। হুগলিতে সে বৎসর মিউনিশিপালিটির এক জন সম্ভ্রান্ত কমিসনর লইয়া কি গোল হইয়া গেল। হাবড়ার মিউনিশিপাল পোলিস কি ভয়ানক অত্যাচার করে। বরানগর বাবু ঈশ্বর চন্দ্র ঘোষের উপর বরনার সাহেব কি অত্যাচার করেন। কৃষ্ণনগরে সম্প্রতি কি ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। ঢাকা মিউনিসিপালিটি এক পায়খানায় স্ত্রী পুরুষ মল ত্যাগ করিবার ব্যবস্থা করিয়া কি ভয়ানক অত্যাচার করিয়াছেন। চট্টগ্রামেও কি অবিচার হয় এবং যেখানে মিউনিশিপালিটী আছে সেখানে এই রূপ অত্যাচার প্রায় হয়। অথচ দেশের মধ্যে যেখানে অধিক সম্ভ্রান্ত, বিদ্বান, ধনী পদস্থ লোকের বসতি সেখানেই মিউনিশিপালিটী সুতরাং এ অত্যাচার নিবারণের কোন রূপ উপায় করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। আমাদের বিশ্বাস যে, আমরা যদি উদ্যোগ করি তাহা হইলে অনায়াসে এই সমুদয় অত্যাচার নিবারণ করিতে পারি। কর দিতে বিলম্ব হইলে জোর করিয়া গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক কর সংগ্রহ করা এই অসভ্য নিয়মটী এখনও আমাদের মিউনিসিপালিটীর মধ্যে প্রচলিত আছে। এবং গবর্ণমেণ্টের দোষে এই অসভ্য নিয়ম অদ্যাপি রক্ষিত হয় নাই, আমরা কোন রূপ উদ্যোগ করিলেই ইহা না উঠাইয়া যাউক এ নিয়মের পরিবর্ত্তন যে হইবে সে নিশ্চয়! রাজ্যের যত দেনা আছে কোন দেনাই এই রূপ জোর করিয়া সংগ্রহ করার ব্যবস্থা নাই, অথচ মিউনিশিপালিটীতে এই নিয়মটী প্রচলিত আছে। মিউনিশিপালিটিতে যে পোলিস থাকে তাহারা সম্পূর্ণরূপে আমাদের বেতন ভুক্ অথচ তাহারা অহোরহ আমাদের উপর কি ভয়ানক নিষ্পীড়ন করে। আমরা যত্ন করিলে এটিও কিয়ৎ পরিমাণে নিবারণ করিতে পারি। মফস্বলবাসীদিগের এত দিন একটি বৃহৎ অভাব ছিল। তাহাদের সহিত সহানুভূতি দেখায় কলিকাতায় এরূপ কোন স্থান কি সভা ছিল না। ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান এশোসিয়াশনের নিকট তাহারা গমন করিতে শঙ্কা করিতেন। এশোসিয়েসন কলিকাতার সঙ্গে বিশেষ সংস্রব না থাকিলে প্রায় কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। পাবনায় যখন প্রজা বিদ্রোহী উপস্থিত হয় তখন ইহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। দুর্ভিক্ষের সময়ও অনেকে পরিচয় প্রাপ্ত হন। মফস্বলবাসীরা এই নিমিত্ত উৎসাহ পূর্ব্বক কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। কিন্তু এখন লীগের সৃষ্টি হইয়াছে। লীগ মফস্বলবাসী অনেকে আছেন। লীগের কর্ত্তৃত্ব যাহারা করেন তাহাদের অনেকে মফস্বলবাসী, তাহারা মফস্বলের অনেক সুখ দুঃখের বিষয় অবগত আছেন, সুতরাং এখন মফস্বলবাসীরা যে কোন অনুষ্ঠান করুন প্রয়োজন হইলে কলিকাতা হইতে সহানুভূতির অভাব হইবে না। মিউনিশিপালিটি লইয়া তাহারা যদি কোন রূপ আন্দোলন করিতে চান তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি লীগ অন্তরের সঙ্গে তাহাদের সহিত যোগ দিবেন। লীগ অতিশয় পদস্থ হইয়াছেন। লীগ তাহাদের সঙ্গে যোগ দিলে তাহারা অনায়াসে কৃতকার্য্য হইতে পারেন। আমাদের বিবেচনায় লীগ এই বিষয়টির উদ্যোগী হউন। লীগের সঙ্গে শুদ্ধ কলিকাতায় সংস্রব নাই। মফস্বলের সঙ্গেও তাহার বিশেষ সংস্রব এবং কলিকাতা মিউনিশিপালিটি লইয়া যখন তাহারা এত গোলযোগ করিতেছেন তখন মফস্বলের মিউনিশিপালিটি লইয়া তাহাদের গোলযোগ করা উচিত।

গত মঙ্গলবারে যুবরাজ আলাহাবাদে পৌঁছিয়াছেন। লর্ড নর্থব্রুক, প্রধান সেনাপতি ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ইংরেজগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। আগামী শনিবারে তিনি বোম্বাই পৌঁছিবেন এবং সোমবারে তিনি সিরাপিস আরোহণ করিয়া বিলাত যাত্রা করিবেন।

'রিফরমেটারী স্কুল' শির্ষক প্রস্তাবটীর বর্ণ যোজনা হইলে আমরা জানিতে পারিলাম যে, এই সংক্রান্ত বিল বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন

সর্ব্ব সাধারণের জ্ঞাপনার্থে এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা যাইতেছে যে আমার পতি জেলা রঙ্গপুরাধীন পরগণে কুণ্ডীর অন্তর্গত বৈকুণ্ঠপুর নিবাসী দেবনাথ দাস মহাশয় বিগত ২৭ সে পৌষ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুর দুই দিবস পূর্ব্ব তিনি কাহার অনুরোধ পরবশ না হইয়া স্বেচ্ছা পূর্ব্বক স্বীয় কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমান হর মোহন দাস ও জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীমান খগেন্দ্র নারায়ণ দাসের সমক্ষে আমাকে বাচনিক এই আদেশ করেন যে "আমার ঔরস জাত অথচ তোমার গর্ভজ এক মাত্র সন্তান শ্রীমান দ্বারকা নাথ দাস এই ক্ষণ বর্ত্তমান আছেন, ঈশ্বর না করেন যদি উক্ত পুত্রের অকৃতদার বা অপুত্রকাবস্থায় মৃত্যু হয় তবে তুমি একাভাবে দ্বিতীয় এই পর্য্যায় ক্রমে ক্রমিক দশটী দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া আমার ও পিতৃ পুরুষগণের জল পিণ্ডাধিকারী ও আমার ত্যক্ত সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী করিবা" পতি মহাশয়ের পীড়া সাংঘাতিক হইয়া তাহার জীবন শেষ করিবেক তাহা পূর্ব্বে অনুমান করিতে না পারায় তিনি দত্তকানুমতি পত্র প্রদান করেন নাই।

শ্রীদীনময়ী দাসী।
সাকিন বৈকুণ্ঠপুর পরগণে
কুণ্ডী জেলা রঙ্গপুর।

আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে স্বর্গীয় দেবনাথ দাস মহাশয় আমাদিগের সমীক্ষে উল্লিখিত বাচনিক দত্তক গ্রহণানুমতি প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীহরমোহণ দাস।
শ্রীখগেন্দ্র নারায়ণ দাস।

কর্ম্মখালী।

ভাগলপুর হায়ার ক্লাস ইংরেজী স্কুলের সপ্তম শিক্ষকতার পদ শূন্য। বেতন মাসে ৪০ টাকা। যিনি হিন্দুস্থানী ভাল না জানেন তাহার আবেদন করার প্রয়োজন নাই। স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

মালদহায় এক জন কানন গুই আবশ্যক। মাসিক বেতন ২৫ টাকা। মালদহার কলেক্টরের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

সাহাবাদে এক জন রেকর্ডকিপারের আবশ্যক। মাসিক বেতন ৫০ হইতে ৭০ টাকা। আবার কলেক্টরের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

রঙ্গপুরে এক জন ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারের আবশ্যক। বেতন ভাতা সমেত ১০০০ টাকা। রঙ্গপুরের কলেক্টরের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

দরভাঙ্গা রাজ বাড়ীর নিমিত্ত এক জন এষ্টিমেটর চাই। বেতন ৭৫ টাকা। আনলী সাহেবের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

গবর্ণমেণ্ট আদেশ।

বাবু হরি চৈতন্য ঘোষ সাতক্ষীরা ষ্টেটের ম্যানেজার হইলেন এবং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু নবিন চন্দ্র সেন তাঁহার স্থানে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিসনারের পারসনাল আসিষ্টাণ্ট হইলেন।

খুলনার ডেঃ মাঃ উইলিয়ামসন সাহেব যশোরে বদলী হইলেন এবং মানভুমের ডেঃ মাঃ বাবু দিন নাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার স্থানে অধিষ্ঠিত হইলেন।

ম্যাগরাথ সাহেব বগুড়ার মাঃ কলেক্টর হইলেন।

সংবাদ।

—ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের দেখা দেখি সাউথ ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানিও কয়েক জন দেশীয়কে গার্ড ও এঞ্জিন ড্রাইবার নিযুক্ত করিয়াছেন। অবশ্য এই ঘটনায় উক্ত লাইনের ইউরোপীয়গণ চুপ করিয়া রহেন নাই। তাহারা ঘোর চেঁচা চেচী আরম্ভ করিয়াছেন। এ দেশীয় রেলওয়ে কোম্পানিগণ যদি আপনাদিগের স্বার্থের দিকে তাকাইয়া কাজ করিতেন, তাহা হইলে তাহারা এ দেশীয়দিগকে রেলওয়ের প্রধান২ কর্ম্ম গুলি না দিয়া থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু রেলওয়ে কম্পানিকে যাবৎ গবর্ণমেণ্ট শত করা ৫ টাকা সুদ দিবেন তাবৎ তাহাদের লাভ লোকসান কিছুর দিকেই তাহারা দৃষ্টি করিবেন না।

—এক জন সাহেব ব্যাঘ্র বিনষ্ট করিবার উত্তম উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, কল পাতিয়া বাঘ ধরায় অনেক হেঙ্গাম। যত বার কলে ব্যাঘ্র পতিত হয়, তত বার নূতন করিয়া আবার কল প্রস্তুত করিতে হয়। কলে পড়িলেও গুলি করিয়া বাঘ মারা সহজ নয়। তাহার মতে বিষ প্রয়োগ ব্যাঘ্র বিনাশের উত্তম ও নিতান্ত সহজ উপায়। বাঘে যাহা শীকার করুক না, ধরিবা মাত্র সমুদয় ভক্ষণ করে না। প্রথম তাহারা রক্ত পান করে এবং অত্যন্ত ক্ষুধিত হইলেও অল্প পরিমাণে মাংস আহার করিয়া মৃত দেহ ফেলিয়া যায় এবং কিছু বিলম্বে আবার ফিরিয়া আসিয়া আহার করে। যখন ফেলিয়া যায়, তখন সেই মৃত দেহে যদি বিষ মিশ্রিত করিয়া রাখা যায়, তবে ব্যাঘ্র যখন উহা পুনর্ব্বার আহার করে, তখন বিষ ভক্ষণ দ্বারা উহার প্রাণ ত্যাগ হইতে পারে। ব্যাঘ্র শিকারান্তে মৃত দেহ প্রায় কোন জলাশয়ের নিকট লইয়া যায় এবং সেখানে গর্ত্ত কি বন থাকিলে প্রায় সেখানে উহা ফেলিয়া রাখে। তিনি বিষ প্রয়োগ পক্ষে এই কএকটী উপদেশ দিয়াছেন (১) মাংসের মধ্যে খত করিয়া বিষ উত্তম করিয়া মিশ্রিত করিতে হইবে। ষ্ট্রিকনিয়া (কুঁচলের বিষ) সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম এবং গুড় ষ্ট্রিকনিয়া না দিয়া বটিকা করিয়া দেওয়া প্রয়োজনীয়। (২) অধিক বিষ দিলে বমন দ্বারা সমুদয় উঠিয়া পড়িতে পারে, এই নিমিত্ত এই বিষয় একটু বিবেচনা পূর্ব্বক দেখা আবশ্যক। (৩) মৃত দেহের পশ্চাদ দিগের মাংসে বিষ মিশ্রিত করিবে, কারণ ব্যাঘ্রেরা পশ্চাদ দিকের মাংস সর্ব্বাগ্রে আহার করে। এ পরামর্শটী ইংরাজদিগের মতই হইয়াছে

—গত নবেম্বর মাসের ২৬শে তারিখে দারজিলিঙ্গে যে ডাক যাইতেছিল তাহা পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত তিতালিয়া নামক স্থানে অপহৃত হয়। ডাক গাড়ীতে ডাক রওনা হয় এবং পুলিশ গাড়ীর কোচম্যানকে সন্দেহ করিয়া তাহাকে এরূপ প্রহার করে যে তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। এই ঘটনাটি আমরা পূর্ব্বেই প্রকাশ করি। সম্প্রতি প্রকৃত অপহরণকারী ধরা পড়িয়াছে। এই ব্যক্তির নিকট অনেক গুলি হাফ নোট পাওয়া গিয়াছে। ঐ হাফ নোট যে ডাক মারা পড়ে সেই ডাকে রেজিস্টারী করিয়া পাঠান হয়। এতদ্ভিন্ন আর এক বার ডাক অপহৃত হইয়া যে নোট চুরি যায় তাহারও কতক গুলি ইহার নিকট পাওয়া গিয়াছে। এ ব্যক্তি স্বীকার করিয়াছে যে সে ও অন্যান্য কয়েক ব্যক্তি জুঠিয়া একটি ডাকাইতের দল সৃষ্টি করিয়াছে এবং মাঝে মাঝে যে ডাক মারা পড়িয়া থাকে সে তাহাদেরই কর্ত্তৃক। পুলিশ, মাজিষ্ট্রেট ও পোষ্টমাষ্টার জেনারেল একত্র হইয়া এই ডাকাইতির বিশেষ অনুসন্ধান করিতেছেন।

—পিরাক যুদ্ধ সম্বন্ধে পার্লিয়ামেণ্টে তর্ক বিতর্ক আরম্ভ হইয়াছে। হাউস অব লর্ডসে লর্ড ষ্টান্‌লী এই বিষয় উত্থাপন করেন। মালয়েদের প্রতি যে সকল নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা উল্লেখ করিয়া তিনি এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন। লর্ড কার্ণারভন ইহার উত্তর দেন। তিনি বলেন যে, ইংরেজেরা মালয়েদের প্রতি কোন রূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন নাই। যুদ্ধ সংক্রান্ত কাগজ পত্র পার্লিয়ামেণ্ট উপস্থিত করিবার প্রস্তাব হয়, কিন্তু এই প্রস্তাবে অধিকাংশ সভ্যগণ সম্মত হন না।

—পাওনিয়ার বলেন যে, লর্ড কারনারভনকে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেলের পদ প্রথম দেওয়া হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের জল বায়ু তাঁহার সন্তান সন্ততির পক্ষে অনিষ্টকর হইবে বলিয়া তিনি উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার হন।

—গত ১লা মার্চ্চ আমাদের নূতন গবর্ণর জেনারেল লর্ড লিটন লণ্ডন হইতে ভারতবর্ষে যাত্রা করিয়াছেন। ২৪এ তারিখে যুবরাজের সহিত সুয়েজে তিনি সাক্ষাৎ করিবেন। ৭ই এপ্রেল তারিখে তাঁহার বোম্বাইয়ে পৌছিবার কথা।

—যুবরাজ বোম্বাই মিউনিশিপালিটির হস্তে যে দশ হাজার টাকা প্রদান করেন তাহা তন্ন২ করিয়া ৪১টি স্থানে প্রদত্ত হইয়াছে। ১৮৭৫ টাকা হইতে ২৫ টাকা পর্য্যন্ত দান করা হয়। কলিকাতায় যে দশ হাজার টাকা তিনি দান করিয়াছেন তাহা এক্ষণ পর্য্যন্ত বণ্টন হয় নাই। বোম্বাইয়ে যুবরাজের দান লইয়া যেরূপ হুলুস্থুলু হইয়া ছিল কলিকাতায়ও সেই রূপ একটা কাণ্ড হয় কি না তাহা আমরা এখনও জানিতে পারি নাই।

—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা বিভাগে গত বৎসর ২৫৬৭৭৯৪ টাকা ব্যয় করেন। এতদ্ভিন্ন স্থানীয় মিউনিশিপালিটিও কতক টাকা ব্যয় করেন।

—মেসুয়ার্স ডায়টস্ এণ্ড কোং নূতন এক রূপ প্রদীপ প্রস্তুত করিয়াছেন। উহাতে আলো জ্বালিলে প্রবল ঝড়ের সময়ও আলো নির্ব্বাণ হইবে না, এমন কি আলো নড়া চড়াও করিবে না, স্থির ভাবে জ্বলিতে থাকিবে। গ্রীষ্মকালের রাত্রে এই রূপ প্রদীপ বিশেষ উপকারী হইবে।

—কলিকাতা হইতে সচরাচর জাহাজ যোগে ১৫০০০০ হইতে ২০০০০০ টন পর্য্যন্ত চাউল রপ্তানি হইয়া থাকে। ১৮৬৪-৬৫ অব্দে ২৯০০০০ টন রপ্তানি হয়, কিন্তু উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষের পর রপ্তানি আবার ভয়ানক পরিমাণে কমিয়া যায়। এই রপ্তানির তিন ভাগ বোম্বাইয়ে এবং ত্রিশ কি চল্লিশ হাজার টন মান্দ্রাজে যায়। ভারতসাগরের উপকূলস্থ বন্দর সকলেও বৎসর ৪৬৮৭৯ টন এবং গত বৎসর ৬০৬৩২ টন প্রেরিত হয়। ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে ৫০ হাজার টনের বেশী রপ্তানি হয় না। পারস্য ও আরব্য উপসাগর কুলে ত্রিশ হাজার হইতে চল্লিশ হাজার টন রপ্তানি হয়। কলিকাতা ও চট্টগ্রাম হইতে মরিচী, বোরবন এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিসে সমুদয় চাউল প্রেরিত হয়। সিংহল ও উহার সন্নিহিত দ্বীপে সমুহে যে চাউল লাগে তাহারও অর্দ্ধেক বাঙ্গলা দেশ হইতে গমন করে।

—হিন্দু হিতৈষিণী বলেন, কডেল নামক এক সাহেব গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে পৃথিবীতে প্রতি বর্ষে প্রায় ২২৫০০০০০ মণ কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। উহার অর্দ্ধাংশ মুদ্রা যন্ত্রের কার্য্যে নিয়োমিত হয়। ষষ্ঠাংশ লেখার কার্য্যে এবং অবশিষ্ট অন্যান্য কার্য্যে লাগে। পৃথিবীতে সমুদায়ে ৩৯৭০ টী কাগজের কারখানা আছে। প্রতি দিন ৩৭০০০০ লোক ইহার জন্য খাটিতেছে।

—ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে যাইবার জাহাজ ভাড়া ক্রমে কম হইতেছে। এক ব্যক্তি বিজ্ঞাপন দিয়াছেন যে প্রথম তিনি শ্রেণীর আরোহিদিগকে ৪০০ টাকা ভাড়া লইয়া যাইতে দিবেন। প্রতিযোগিতা দ্বারা সকল স্থানের সুবিধা হইতেই দেখা যায়, কিন্তু ভারতবর্ষীয় লোকদিগের মধ্যে অনেক সময় প্রতি যোগিতা দ্বারা ভয়ানক শত্রুতার সৃষ্টি করা হয়।

—ভারতবর্ষে ইংলণ্ড হইতে অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে রৌপ্য আমদানি হয়। গত জানুয়ারী মাসে এখানে ২৭৯০৩৪ টাকার রৌপ্য প্রেরিত হয়, ইহার পূর্ব্ব বৎসর ঐ সময় ৫৩৩২৫০০ টাকার রৌপ্য এ দেশে আমদানি হয়।

—ষ্টেট সেক্রেটারী বিজ্ঞাপন দিয়াছেন যে, বিলাতের কুপারস্ হিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যে পঞ্চাশ জন ছাত্র নির্ব্বাচিত হইবে তাহাদের পরীক্ষা আগামী জুন কি জুলাই মাসে হইবে।

—ইংলণ্ডের রাজ পরিবারদের মধ্যে উচ্চ ও নীচ আসন লইয়া কখন২ গোলমাল হয়। এমন কি এবার মধ্যম রাজ পুত্রের স্ত্রী রুসিয় সম্রাট দুহিতা ও মহারাণীর দুহিতার সহিত এই বিষয়ে তর্ক বিতর্ক হয়। যাহাতে ভবিষ্যতে এ রূপ গোলযোগ না হয় এই নিমিত্ত একটি আইন হইতেছে।

—পশ্চিমাঞ্চলের এক খানি পত্রিকা বলেন যে, প্রসিদ্ধ আমেরিকান বেলুন আরোহী ওয়েলস্ সাহেব এ দেশে আগমন করিয়াছেন। তাহার ইন্দোরে যাওয়ার কথা আছে। প্রিন্স তথায় গমন করিলে তিনি বেলুনে আরোহণ করিবেন এই রূপ সাব্যস্ত আছে। ওয়েলস্ আর এক বার এ দেশে আগমন করিয়া তাহার অসীম সাহসিকতার পরিচয় দেন।

—ইংলণ্ড ও ওয়েলসে বার জন ভূম্যধিকারীর সর্ব্বাপেক্ষা জমিদারী বেশী। ইহাদের নাম পর্য্যায় ক্রমে নিম্নে লিখিত হইতেছে। ডিউক অব নর্থাম্বারলাণ্ড, ডিউক অব ডিভনসায়ার, ডিউক অব ক্লিভলাণ্ড, সার উইলিয়াম ওয়াইল, ডিউক অব বেডফোর্ড, আল অব লন্‌সডেল, লর্ড লিফন ফিল্‌র্ড, আল অব শাওয়িস, এবং আল অব ডার্বি।

—রাজ পুত্রের আগমনে অর্থ কি রূপে ব্যয় হইয়াছে তাহা একটী ঘটনা দ্বারা বুঝা যাইবে। মান্দ্রাজে গবর্ণমেণ্ট হাউস শুদ্ধ ফারাস করিবার নিমিত্ত ডিচাম্প কোম্পানি ৫৭০০০ টাকার বিল করেন। টেলার কোম্পানি রাজ পুত্র ও তাঁহার পারিষদ বর্গের নিমিত্ত ঘোড়া যোগাইয়া ছিলেন, এই জন্য তাহারা ২৮০০০ হাজার টাকার বিল করিয়াছেন। মান্দ্রাজে যুবরাজ সাত দিন মাত্র ছিলেন। এই কয়েক দিনের জন্য তাঁহার ঘর সাজান ও ঘোড়ার খরচ প্রায় নব্বই হাজার টাকা পড়ে! মুসলমান সম্রাটেরা টাকা অপব্যয় করিতেন এই নিমিত্ত ইংরেজ ইতিহাস লেখকগণ তাহাদিগকে কত ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়াছেন। আবার সেই ইংরেজগণ এক্ষণ নবাবদিগের উপর টেকা দিতেছেন।

—সিন্ধিয়া মহারাজা যুবরাজের অভ্যর্থনার্থ যে অট্টালিকা প্রস্তুত করেন তাহাতে তাঁহার ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। উহা সমুদায় পাথর দ্বারা নির্ম্মিত। ইহার বৈঠক খানাটি এরূপ বৃহৎ ও সুন্দর যে ডাক্তার রসেলের মতে পৃথিবীর কোথাও সে রূপ বৈটকখানা নাই।

—যুবরাজ আলাহাবাদে উপস্থিত হইয়াছেন। লর্ড নর্থব্রুক যুবরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন। তিনি সেখান হইতে যুবরাজের নিকট বিদায় গ্রহণ করিবেন। যুবরাজ এত দিন নেপালের পর্ব্বত প্রান্তে ব্যাঘ্র শিকার করিতে ছিলেন। তিনি অনেক গুলি বা শিকার করেন। ব্যাঘ্র শিকার কালে রাজ পুরুষগ ভারি বীরত্ব দেখান। তাহাদের বীরত্ব দেখিয়া ব্যাঘ্র পর্য্যন্ত সঙ্কুচিত হয়। পাওনিয়ারে যুবরাজের শিকার সম্বন্ধে একজন সম্বাদ প্রেরণ করিয়াছেন যে, যুবরাজ এক দিন ৭। ৮ টি ব্যাঘ্র বধ করেন। এই ব্যাঘ্র গুলি এরূপ ধীর শান্ত যে হস্তির উপর উপবেশন করিয়া অনেকে তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ঢিল ছুড়িয়া মারেন, কিন্তু তত্রাচ ব্যাঘ্র পলায়ন কি আক্রমণের যত্ন করে না। এমন কি, ব্যাঘ্রের প্রতি যুবরাজ যখন গুলি বর্ষণ করেন তখন উহারা কিছু বুঝিতে পারে না। তাহাদের অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় যেন তাহাদের প্রতি এ অত্যাচার কেন? যখন ডিউক অব এডিনবরা এখানে আগমন করেন তখনও তাহার ভয়ে ব্যাঘ্র সমুদয় এই রূপ সশঙ্কিত হয়। ইংলণ্ডকে ইংরাজেরা গৌরব করিয়া সিংহ বলেন। যুবরাজ এই সিংহ। সিংহ পশুরাজ, ব্যাঘ্রদিগের কাজেই সঙ্কুচিত হইতে হইয়াছিল।

—গবর্ণমেণ্ট আজ কাল আশ্রিত ব্যক্তিদের উপর বড় সদয়। এমন কি, আশ্রিত জন্তু গুলিও তাঁহাদের সকরুণ দৃষ্টিতে পড়িয়াছে। সম্প্রতি বারাকপুরের দুটি ভল্লুকের পদোন্নতি হইয়াছে। ইহারা প্রায় দশ বৎসর পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের অধীন বারাকপুর ছিল। সম্প্রতি লর্ড নর্থব্রুক তথায় গমন করেন। ভল্লুক দ্বয় তাঁহার নিকট ষ্ট্যাম্প কাগজে দরখাস্ত করে কি না তাহা আমরা জানি না, তবে লর্ড সাহেব তাহাদের প্রতি সদয় হইয়া কলিকাতায় যে নূতন প্রাণী বাটিকা হইতেছে সেখানে তাহাদিগকে বাস স্থান দিতে অনুমতি করেন। ইহারা বারাকপুরে একটি ক্ষুদ্র ঘরে থাকিত, সেখানে রৌদ্র কি বাতাস যাইতে পারিত না। কলিকাতার পশু বাটিকায় ইহারা যে ঘরে থাকিবে তাহা দিব্য প্রশস্ত ও সেখানে বায়ু অনায়াসে গমনাগমন করিতে পারে। আমরা ভরসা করি গবর্ণমেণ্ট বারাকপুরের অন্যান্য পুরাতন জানয়ারদের প্রতিও এক বার কটাক্ষ পাত করিবেন।

—জোয়াদ নামক এক খানি জাহাজ পারস্য উপসাগরে জল মগ্ন হইয়াছে। ইহাতে পাঁচ শত যাত্রী ছিল। তন্মধ্যে কেবল তিন জন জীবিত আছে। ইহারা জাহাজের এক খণ্ড কাষ্ট আশ্রয় করিয়া কয়েক দিন পর্য্যন্ত জলে ভাসিতে থাকে এবং মৃত্যুবৎ অবস্থায় হুদিয়া নামক স্থানে পৌছায়।

—বিলাতের এক খানি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে যে, অনেক ইংরাজ ভারতবর্ষীয় নর্ত্তকীদিগকে নিন্দা করেন কিন্তু তাহাদের দেশীয় স্ত্রীলোকেরা ইহাদের অপেক্ষা কিসে কম নির্লজ্জ? বরং ভারতবর্ষীয় নর্ত্তকীরা উত্তম পরিচ্ছদ পরিয়া আপনাদিগের সর্ব্বাঙ্গ আবরণ করিয়া রাখে, কিন্তু ইংরেজ মহিলারা অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় যখন অপর পুরুষের সহিত নৃত্য করিতে পারেন তখন তাহাদের অপেক্ষা নর্ত্তকীরা শত গুণে ভাল। বস্তুতঃ ইংরেজদের নৃত্য দেখিলে তাহাদের স্ত্রীলোকের প্রতি হিন্দু মাত্রের ঘৃণার উদ্রেক না হইয়া পারে না।

—যুবরাজের নামে গর্ডন নামক এক জন স্কচ সাহেব এডিনবরা সেনন কোর্টে ইহাই বলিয়া নালিশ করেন যে, তাহার জমির কতক অংশ অন্যায় পূর্ব্বক যুবরাজের বারখা নামক জমিদারীর অন্তর্গত করা হইয়াছে। প্রথম আদালতে বাদী হারিয়া যান এবং তৎপর এডিনবরা সেসন তিনি আপিল করেন। অনেক তর্ক বিতর্কের পর জনদ্দন যে দিকে বিচারপতিগণ সেই দিকে ডিক্রি দেওয়া

—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে এবার যে রূপ ভয়ানক ওলাউঠা হয় এ রূপ কোথাও না। নয় মাসের মধ্যে তথায় ৮৭০০০ হাজার মনুষ্য এই রোগে প্রাণ ত্যাগ করে।

—এ দেশের বাইজীরা গান গাইয়া অনেক সময় বিস্তর টাকা লুটিয়া লয় অনেকে এই রূপ বলিয়া থাকেন, কিন্তু ইউরোপীয় গায়িকারা ইহাদের অপেক্ষাও অর্থ শোষক। কারলোট্টা পাট্টি নামক ইউরোপে এক জন গায়িকা আছেন। কয়েক ব্যক্তি ইহাকে কলিকাতায় আনিবার চেষ্টা করেন এবং এই নিমিত্ত তাহাকে সাড়ে সাত লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার হন। কিন্তু কারলোট্টি ইহাতেও সম্মত হন নাই, তিনি আরো বেশী টাকা চান।

—ইংলণ্ডে এক দল ভলানটিয়ার সৈন্য সৃষ্টি হইতেছে। যাহাদের উচ্চতা ৫।। ফুট ও বক্ষ স্থল ৩২ ইঞ্চের কম নয় কেবল তাহাদিগকেও এই দলে প্রবেশ করান হইবে। এই রূপ লোক পূর্ব্বে ইংলণ্ডে বিস্তর পাওয়া যাইত, এক্ষণ ইংরেজদের দৈহিক অবনতির নিমিত্ত অতি অল্প ব্যক্তিই ভলানটিয়ার [illegible] পাওয়া যাইতেছে।

—কিছু দিন হইল মান্দ্রাজ বিশ্ব বিদ্যালয় হইতে একটি ছাত্র এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। ইহার চাকরী করিবার ইচ্ছা হয় এবং আপাতত সে মাসে পাঁচ টাকা বেতনে একটি চাকুরীতে প্রবর্ত্ত হইয়াছে। ইহার এই কয়েকটি কাজ করিতে হয়—কেরাণীগিরি, বিল সরকারী ও দারয়ানী। চাকুরী করা এ দেশীয়দের কতকটা রোগ বিশেষ। যাবৎ এই রোগ হইতে তাহারা আরোগ্য না হইবেন তাবৎ তাহাদের ভদ্র নাই।

—যাহারা কল ও যন্ত্রের ব্যবহার করেন তাহাদের আয়ের একটি নূতন পন্থা হইল। যন্ত্র পরিস্কারের নিমিত্ত বিস্তর তুলার প্রয়োজন হয়। এই তুলা প্রায় কোন কাজেই লাগে না। সম্প্রতি এক ব্যক্তি এই অকর্ম্মণ্য তুলা পরিস্কার করিবার এক উপায় বাহির করিয়াছেন। তিনি এই সকল ময়লাযুক্ত তুলা বিস্তর পরিমাণে খরিদ করিয়া লইয়া পরিস্কার করিতেছেন এবং এই রূপে তিনিও বিলক্ষণ লাভ করিতেছেন এবং যন্ত্রাধ্যক্ষেরাও যাহা পাইতেছেন তাহাই লাভ জ্ঞান করিতেছেন। ইংরেজেরা যে এত ধনী হইয়াছেন ইহার প্রধান কারণ এই যে, আবর্জ্জনা পর্য্যন্ত তাহারা মনুষ্যের কার্য্যে লাগাইতে শিখিয়াছেন।

—খৃষ্টান মিসনারীরা এত দিন পরে জাতি প্রথার পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। মান্দ্রাসের রেবারেণ্ড ষ্ট্রাকান সাহেব নামক এক জন পাদরীর মত এই যে, এ দেশীয় যাহারা খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করেন তাহাদের ইচ্ছা হইলে তাহারা আপনাদের মধ্যে জাতি প্রথা রক্ষা করিতে পারেন। পাদরী সাহেব বলেন যে, এ রূপ ব্যবস্থা না দিলে হিন্দুদিগের মধ্যে খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করা এক রূপ অসম্ভব হইয়া উঠিবে। বাঙ্গলার নেটিব খৃষ্টানদের মধ্যে অনেকে সংকীর্ত্তন ধরিয়াছেন এবং যেরূপ গতিক তাহাতে বোধ হয় যে, খৃষ্টান মতে দুর্গা পুজাও আরম্ভ হইবে। যদি এই রূপে সমস্ত ভারতবর্ষময় একটি ধর্ম্ম প্রচলিত হয় তাহা হইলে বোধ হয় ভারত উদ্ধারের একটি পথ আবিস্কার হইতে পারে।

—মোলমিনে এক জন ধনী ক্যারেনবাসী আছেন। ইহার কাঠের ব্যবসায়। এই ব্যবসায় দ্বারা তিনি বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন এবং উহা নানা বিধ সদনুষ্ঠানে ব্যয় করিতেছেন। রাস্তা পুল ইত্যাদিতে তাহার লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। সম্প্রতি ইনি একটি ছাতা প্রস্তুত করিতেছেন। উহা মণি মুক্তায় শোভিত করিয়া তিনি একটি দেবতাকে উহা উপঢৌকন প্রদান করিবেন। এতদ্ভিন্ন একটি পুলের নিকট তিনি অতিথি শালা খুলিতেছেন। এখানে যত কেন লোক যাউক না সকলেই আহার প্রাপ্ত হইবে। এই ধনী ক্যারেনের নাম মুনট।

আমরা ঢাকা প্রকাশ হইতে নিম্ন লিখিত পত্র খানি [illegible]রিলামঃ—‘আনুয়ার খাল চা ক্ষেত্রের অদূরে [illegible]শালা আছে। ঐ পাঠশালায় যাইতে হইলে আনুয়ার খাল চা বাগিচার উপরিস্থিত শড়ক দিয়া যাইতে হয়। এক দিবস হায়লাকান্দী মহকুমার স্কুল সব ইনস্পেক্টর বাবু গগন চন্দ্র দত্ত মহাশয় অশ্বারোহণে উক্ত পাঠশালা পরিদর্শনার্থ যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে আনুয়ার খাল বাগিচার আঃ ম্যানেজার উইলসন সাহেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়; সাহেবকে দেখিয়া গগন বাবু অশ্ব হইতে অবতীর্ণ না হওয়াতে সাহেব ক্রোধান্ধ হইয়া গগন বাবুকে বলেন “উপরিতন ব্যক্তির নিকট অশ্বারোহণে থাকা উচিত নয়, বোধ হয় তুমি তাহা জাননা।” এতচ্ছ্রবণে গগন বাবু বলেন, “আমাকে মাপ করুন, আমি এই নিয়ম জানি না। কিন্তু স্কুল পরিদর্শন না করিয়া ফিরিয়া যাইতে হইলেও আমি অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইবনা।” সাহেব মহামতি এই কথায় অত্যন্ত ত্যক্ত হইয়া গগন বাবুকে অন্যায়রূপে গালি বর্ষণ পূর্ব্বক ফিরিয়া যাইতে বলেন। গগন বাবু ফিরিয়া আসিয়া উক্ত মহকুমার আঃ কমিসনার সাহেবের নিকট উইলসনের নামে অভিযোগ ও স্কুল ডেঃ ইনস্পেকরের নিকট রিপোর্ট করেন। ডেঃ ইনস্পেক্টর বাবু হর কিশোর গুপ্ত উক্ত বাগিচার ম্যানেজার সাহেবের নিকট পত্র দ্বারা এ বিষয় জানাইলে তিনি এই উত্তর প্রদান করেন যে, এঘটনার বিষয় আমি জ্ঞাত নই; কিন্তু ভবিষ্যতে এরূপ ব্যবহার না হয় আমি তজ্জন্য যত্ন করিব। ম্যানেজার সাহেব ডেঃ ইন্স্পেক্টরকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেও বলেন। তদনুসারে হরকিশোর বাবু ম্যানেজার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করার মানসে তাঁহার কুঠিতে যাইয়া সাক্ষাৎ না হওয়াতে অশ্বারোহন পূর্ব্বক ফিরিয়া আসিতে ছিলেন। পথি মধ্যে উইলসন সাহেবের সহিত তাঁহারও দেখা হয়। হর কিশোর বাবুর ঘোড়া নিকটে যাওয়াতে উইলসন সাহেব সজোরে ঘোড়াকে তিন বার কশাঘাত করেন। আহত হইয়া ঘোটক প্রাণপণে দৌড় দেয় কিন্তু হরকিশোর বাবু কষ্টে স্বষ্টে তাহার গতিরোধ করিয়া প্রাণে রক্ষা পান। ডেঃ ইন্স্পেক্টর বাবু অতঃপর নিকটবর্ত্তী বাজারে যাইয়া অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হন এবং উইলসন সাহেবকে অশ্বারোহণে আসিতে দেখিয়া ম্যানেজার সাহেবের পত্র খানি দেখাইবার মানসে পকেট হইতে খুলিয়া ধরেন। ইতি মধ্যে মহামতি উইলসন ডেঃ ইন্স্পেকটর বাবুর হাতে ২।৩ বার চাবুকের আঘাত করিলে তিনিও হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা উইলসনকে প্রহার করেন। কিছু কাল হাতাহাতির পর উভয়ে মৃত্তিকালুণ্ঠিত হন। হর কিশোর বাবু উইলসনের বিরুদ্ধে আনুয়ার খাল মহকুমার ডেপুটী কমিস্যনরের নিকট অভিযোগ করাতে তাহার ৫০ টাকা অর্থ দণ্ড হইয়াছে। উইলসন সাহেব হরকিশোর বাবুর নিকট মৌখিক ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তিনি তাহাও ডেঃ কমিস্যনর সাহেবকে জ্ঞাপন করান। ডেঃ কমিসনার ক্ষমা প্রার্থনার বিষয়ে বলিয়াছেন মৌখিক ক্ষমা প্রার্থনায় চলিবে না, উইলসন সাহেবকে লিখিয়া মার্জ্জনা প্রার্থনা করিতে হইবে।

—ত্রিবাঙ্কুরে ভয়ানক জল কষ্ট হইয়াছে। সমুদায় পুস্করিণী শুকাইয়া গিয়াছে এবং কুয়া গুলির জলও প্রায় নিঃশেষ হইয়া উঠিয়াছে। এ রূপ জল কষ্ট অনেক কাল হয় নাই। এখনই এই, আরো সম্মুখে তিন মাস রহিয়াছে। এই তিন মাস যে লোকে কি করিয়া বাঁচিবে তাহা কেহ স্থির করিতে পারিতেছে না। শস্য প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে, জিনিসের দর ভয়ানক বৃদ্ধি হইয়াছে, পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, বৃক্ষ সকল মরিয়া যাইতেছে এবং ভয়ানক দুর্ভিক্ষের পূর্ব্ব লক্ষণ দৃষ্টি হইতেছে।

প্রেরিত।

গোয়াবাগান।

মহাশয়! এই অতীব দুঃখজনক ব্যাপার আপনাকে না জানাইয়া থাকিতে পারিলাম না। যে রাজধানীতে কত হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয়, ড্রেন, ও কলের জল প্রভৃতি রহিয়াছে, হঠাৎ দেখিয়া স্বর্গ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, সেই নগরেই আবার এ রূপ কদর্য্য ও ভয়ঙ্কর স্থান সকল দৃষ্টি গোচর হয় যে সে সকলকে সাক্ষাৎ নরক বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

সিমুলিয়া হেদুয়া পুস্করিণীর উত্তর পূর্ব্ব কোণে গলির ভিতরে গোয়াবাগান নামক একটী সামান্য বাগান অথবা রেওতি জমি আছে। ইহাতে সর্ব্ব শুদ্ধ প্রায় ২৫। ৩০ বিঘা ভূমি হইবেক। প্রজা সংখ্যা হাজারের অধিক। প্রজার মধ্যে দীন দুঃখিই অধিক, দুই এক ঘর সামান্য গৃহস্থ মাত্র। বাগানের ভিতর দুইটী পুকুর আছে, পুকুর দুইটীই অবশ্যই অত্যন্ত জঘন্য; বিশেষতঃ কলের জল অনবরত পড়িয়া আরো অপরিস্কার হইয়াছে। তৎপরে প্রায় ১৫। ১৬ ঘর গয়লা আছে ইহাদিগের ঘরের চতুষ্পার্শে চোনা, গোবর, ও ছানার জলে সর্ব্বদাই পরিপুর্ণ থাকে। এই সকল রেয়োত লোক ব্যতিরেকে বাগানে পাঁচটী কল আছে। ৩টীতে ময়দার এনজিনে চলিতেছে ও দুইটীতে আগুণ জ্বালাইয়া রেড়ির তৈল প্রস্তুত হইতেছে। আবার শুনিতেছি আর দুইটী নূতন কল বাগানের মধ্যে হইবেক। তিনটী ময়দার কল সজোরে ভয়ানক শব্দ করত রাত্রি দিন সমভাবে চলিতেছে, একবারও বিশ্রাম নাই। অধিক কি রাত্রিতে কলের শব্দে সহজ মানুষের ভাল রূপ নিদ্রা যাওয়া দুস্কর।

মহাশয়, এক্ষণে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, সম্প্রতি এই বাগানে ভয়ানক ওলাউঠা রোগ প্রবল হইয়া প্রতি দিন দুই তিনটী লোকের প্রাণ নষ্ট করিতেছে। প্রায় ১৫। ১৬ দিবস হইল, এ পর্য্যন্ত কিছু মাত্র ভাল গতিক দেখিতেছি না। মধ্যে আমরা (গোয়াবাগানের নিকটস্থ ভদ্র লোক) স্বাস্থ্য রক্ষক মহাশয়দিগের নিকট আবেদন করাতে শুনিলাম এক দিন মধ্যাহ্ন সময়ে হগ সাহেব প্রভৃতি সকলে আসিয়া ছিলেন, কিন্তু আদত বিষয় সকল ফক্কা। ‘পুস্করিণী বুজান উচিত, বাগানের মধ্য দিয়া পথ হওয়া উচিত’ ইত্যাদি আসর গরোমি অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। মহাশয়! কলের জলে ও ধুমে, পাথুরে কয়লার গুড়ায়, ও কলের রাত্রি দিন ভীষণ শব্দে যে বাগানের ও নিকটস্থ পল্লীর লোক সমুদয় জ্বালাতন হইতেছে এ বিষয় তাঁহারা কিছুই উল্লেখ করিলেন না। দুঃখী লোকেরা হাত যোড় করিয়া কলের কথা কতই বলিল কিন্তু শুনিলাম তাঁহারা সে বিষয় অনুমাত্র মনোযোগ দিলেন না। এক্ষণে নিরুপায় দেখিয়া আমরা (বাগানের নিকটস্থ ভদ্র মণ্ডলী ও অপর সাধারণ লোক) আপনার নিকট বিশেষ অনুনয়ে অনুরোধ করিতেছি যে, আমাদিগের এই দুঃখ বৃত্তান্তটী আপনার পত্রিকায় স্থান দিয়া গবর্ণমেণ্টকে জানান। আর যদ্যপি গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের দুঃখ বিমোচন করিতে সক্ষম না হয়েন, আমাদিগকে উচিত মূল্য দিলে আমরা বাড়ী ঘর দ্বার গবর্ণমেণ্টকে বিক্রয় করিতে এই দণ্ডেই প্রস্তুত আছি।

অবশেষে মল্লিক মহাশয়, যাহাদিগের এই বাগান তাঁহাদিগকে কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। জগদীশ্বর আপনাদিগকে ধনে মানে বড় করিয়াছেন। সামান্য ধনের জন্য কলওয়ালা প্রজাকে স্থান দিয়া দুঃখী প্রজাবর্গের অন্তকরণে ও নিকটস্থ ভদ্র লোকদিগের মনে কষ্ট দিলে আপনাদিগের বিশেষ কিছুই লাভ হইবেক না। যাহারা কল করিতেছেন, তাঁহারা অবশ্যই ধনী লোক। কল এ বাগানে না করিয়া অন্য স্থানে করিলে তাঁহাদিগের বিশেষ ক্ষতি হইবেক না আর আপনাদিগেরই বা তাহাতে কি বিশেষ ক্ষতি। অতএব কর যোড়ে বিনয় করিয়া বলিতেছি যে কল সকল বাগান হইতে উঠাইয়া দিয়া বাগানের দীন দুঃখী ও বাগানের নিকটস্থ ভদ্র লোক সমুদয়ের নিকট চির দিনের জন্য আশীর্ব্বাদ ভাজন হউন।

ধন বলুন, মান বলুন, লোকের প্রাণ দানের অপেক্ষা বড় কার্য্য ইহ লোকে আর কি আছে?

কলিকাতা। ২৩এ ফালগুন। } গোয়াবাগানের ভদ্র ও অভদ্র। সমুদয় লোক।

বরদা সম্বন্ধে কোন ইংরেজের মত।

আমি এক দিন সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে বেড়াইতে গিয়া পথি মধ্যে এক খানা পত্র পড়িয়া আছে দেখিতে পাইয়া তুলিয়া লইলাম এবং দেখিলাম যে উহা কোন শ্বেতাঙ্গ মহা পুরুষ রচিত বরদার মোকদ্দমা ঘটিত একটি বৃত্তান্ত। আমি উহা অনুবাদ করিয়া আপনার নিকট প্রেরণ করিলাম, বিবরণটি যে কত দূর পর্য্যন্ত সত্য আপনিই বিবেচনা করুন। যথা:—

'বরদা রাজ্য নর্ম্মদা নদীর উত্তর ও বিন্ধ্য পর্ব্বতের অতি নিকটে অবস্থিত, উহা নিবিড় জঙ্গলে পরিপূর্ণ, উহার অধিবাসিরা নিগ্রো দিগের ন্যায় অসভ্য, অপক্ক মৎস্য মাংস ভোজন করে, বন্য জন্তুর চর্ম্ম দ্বারা ইহাদিগের গাত্র আবৃত করিয়া রাখে, ইহা ব্যতীত ইহাদিগের অসভ্যতার সকল চিহ্নই আছে। বরদার রাজার নাম মলহর রাও, ইনি বরদাবাসীদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সভ্য। ইনি অল্পপরিসর এক খণ্ড বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন, আর এক খণ্ডে মস্তকে বন্ধন করেন। মৎস্য মাংস পোড়াইয়া ভোজন করেন। ইহার চরিত্র অতীব ঘৃণেয়। বিশ্বাস-ঘাতকতা, প্রবঞ্চনা, অবিচার ও সর্ব্ব প্রকার ইন্দ্রিয় দোষ ইহার অঙ্গের ভূষণ। প্রায় দুই তিন শত উপপত্নী আছে। সদা সর্ব্বদা মদ্য পানে উন্মত্ত হইয়া থাকেন, রাজ কার্য্যের প্রতি দৃক্‌পাত করেন না। এই সমুদয় বিষয় আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি

= বরদা রাজ্য গবর্ণমেণ্টের করদ, গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ পূর্ব্বক উহার সহিত মিত্রতা করিয়াছেন। কর্ণেল ফেয়ার নামক এক জন গবর্ণমেণ্টের রেসিডেণ্ট বরদায় বাস করেন। ইনি অতি উচ্চ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়েসেই সর্ব্ব বিদ্যায় বিষারদ হইয়া ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। গবর্ণমেণ্ট ইহার বিদ্যা বুদ্ধি দর্শন করিয়া ইহার অনিচ্ছা সত্বেও ইহাকে বরদার রেসিডেণ্টের পদে নিযুক্ত করেন। বোধ হয় সেই সময়ে যদি গবর্ণর জেনারেল কি লেফটেনেণ্ট গবর্ণর কিম্বা অন্য কোন উচ্চ পদ শূন্য থাকিত তাহা হইলে মহামতি ফেরার ব্যতীত কেহই পাইত না।

ইনি যে কেবল বিদ্বান বুদ্ধিমান ও কার্য্য দক্ষ এমত নহে, তৎ সঙ্গে সঙ্গে ইহার অত্যন্ত ধর্ম্ম জ্ঞানও আছে। ইনি কোন প্রকার প্রবঞ্চনা কিম্বা উৎকোচ গ্রহণ কাহাকে বলে তাহা জানেন না। ইনি জিতেন্দ্রিয়, সকল ইন্দ্রিয়কে দমন করিয়াছেন। ফেয়ার বরদায় আসিয়া মোলহর রাওয়ের দুশ্চরিত্রের বিষয় অবগত হইলেন ও তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ও হইলেন। তিনি তাহাকে প্রত্যহ উপদেশ দিতে লাগিলেন। কিন্তু মলোহর রাওয়ের পাপান্তঃকরণে ফেরারের উপদেশ 'বেনাবনে মুক্ত ছড়ানের' ন্যায় হইল; বরঞ্চ মলোহর রাও স্বীয় ক্ষমতা দেখাইবার নিমিত্ত অসৎকার্য্য দিন দিন বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। ফেয়ার এই সমুদয় দেখিয়া মোনহর রাওয়ের প্রতি অধিকতর ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাহাকে বলিলেন যে তিনি যদি স্বীয় দোষ সংশোধনার্থ বিশেষ যত্নবান না হয়েন তাহা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করিতে হইবে। মলোহর রাও ফেয়ারের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বশীভূত করিবার আশয়ে তাহাকে দুই লক্ষ মুদ্রা উৎকোচ দিতে স্বীকার করিলেন, কিন্তু ধর্ম্মাত্মা ফেরার উহা কিছুতেই গ্রহণ করিলেন না, বরং মোলহর রাওয়ের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তদবধি মলোহর রাও ফেয়ারকে বধ করিবার উপায় দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে ফেয়ারের এক ভৃত্যের সহিত পরামর্শ করিয়া সরবতের সঙ্গে হীরক চূর্ণ মিশাইয়া দিবার কল্পনা স্থির হইল। কিন্তু 'সর্ব্বদর্শী ঈশ্বর তাঁহার সৎ পুত্রদিগকে সর্ব্বদাই রক্ষা করেন'। দুরন্ত মোলহর রাওয়ের কুমন্ত্রণা প্রকাশ পাইল। মহামান্য গবর্ণর জেনারেলের সুবিচারে পাপাত্মা মোলহরের যাবজ্জীবন কারাবাস হইল, পাপাত্মা রাজ্য ভোগ হইতে চির কালের নিমিত্ত বঞ্চিত হইল। ভারতবর্ষীয়েরা এমনি প্রবঞ্চক ও মিথ্যাবাদী যে, এ রূপ প্রমাণীকৃত বিষয়কে মিথ্যা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় সংবাদ পত্রের সম্পাদকেরা অনেক চেষ্টা করিতে লাগিল ও গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে লিখিতে লাগিল। যদি আমার ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে এক খানি ব্যতীত বাঙ্গালীদিগের অন্যান্য সমুদয় সংবাদ পত্র উঠাইয়া দিতাম। ধন্য এই পত্রিকা খানির সম্পাদক। ইত্যাদি।"

ধানয়ার।

আপনার ১০ই ফেব্রয়ারি তারিখের অমৃত বাজার পত্রিকায় ধানয়ারের জনেক পণ্ডিত পোষ্ট আফিসের কতক গুলি দোষ প্রদর্শন ছলে আপনার পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। পোষ্টাল বিভাগ সাধারণের নিকট যে রূপ দায়ী তাহাতে তাহার দোষ প্রদর্শন অতি সহজ কথা। কিন্তু পত্র প্রেরকের দোষ প্রদর্শন, কি রসিকতা দেখান কি উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিতেছি না। যদি সাধারণের নিকট রসিক লেখক বলিয়া পরিচিত হইবার উদ্দেশ্য হয়, নাটক উপন্যাস প্রভৃতি লিখিয়া সে উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিতে পারেন, আর যদি তত দূর বিদ্যা বুদ্ধি না থাকে, কেবল পোষ্ট আফিসের অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া সংবাদ পত্রে স্বীয় মস্তিষ্ক চালনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন তবে একটু তলিয়ে বুঝা উচিত ছিল, তিনি বলেন 'অনেক পোষ্টাফিসে সরস্বতীর বর পুত্র অবস্থিতি করিতেছেন, ইহাদের ক,খ, শিক্ষা হয় নাই।' এ রসিকতাটুকুর উদ্দেশ্য এই পোষ্টাল বিভাগে যেমন মুর্খ লোক আছেন তাহাদিগের পরিবর্ত্তে ভাল রাখা উচিত। আচ্ছা আমরা সম্মত হইলাম। পত্র প্রেরক কতক গুলি বি, এ এম, এ উপাধিধারী লোক স্থির করুন আমরা তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিব এবং বর্ত্তমান নিরক্ষরদের দূর করিয়া দিব। কিন্তু বলিয়া রাখি যে, ঐ সকল উপাধিধারিরা ৮।১০ কি উর্দ্ধ সংখ্যায় ১৫, টাকা বেতন পাইবেন, কেন না সামান্য ব্রাঞ্চ পোষ্ট আফিসের ডেপুটী ও সব ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টারগণ ঐ বেতন প্রাপ্ত হয়েন, এক্ষণে পত্র প্রেরক বুঝিয়া লউন যে তাহার মত, দিগ্গজ পণ্ডিতকে সামান্য পোষ্ট আফিসে রাখিবার উপায় নাই। এবং দিগ্গজ পণ্ডিত মহাশয়দের সামান্য আফিসে দরকারই বা কি আছে? কেন না নাম লিখিতে পড়িতে পারে এই রূপ লোক দ্বারাই ব্রাঞ্চ আফিসের কার্য্য চলিতে পারে, যেহেতু নাম লেখাপড়া ভিন্ন ব্রাঞ্চ আফিসে অন্য কার্য্য কিছুই নাই, এরূপ স্থলে অধিক বেতন দিয়া ভাল লোক রাখিবার আবশ্যক বা কি আছে তাহা পত্র প্রেরক বলিতে পারেন? তবে অনেক নন্ ডিস্ বরসিং এবং ডিস্ বরসিং (জেলাআফিশ) পোষ্ট আফিসে কিছু মোটা বেতন আছে এবং সম্ভবতঃ তথায় কৃতবিদ্য লোকও আছেন। যদি নাই থাকেন তাহাতেই বা কিছু ক্ষতি হয় কি না তৎবিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা উচিত। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা পোষ্ট আফিসের কার্য্য এরূপ সহজ করিয়া দিয়াছেন যে প্রিন্টেড ফারম ফিল্ অফ ভিন্ন অন্য বিদ্যা বুদ্ধির কিছুই আবশ্যক করে না, এই কারণে অল্প লেখা পড়া শিখিয়াই পোষ্টাফিসের কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয়। আমাদের এরূপ উদ্দেশ্য নয় যে, পোষ্ট আফিসে ভাল লোক রাখার দরকার নাই, ভাল লোক সকল বিভাগেই হয় ইহা একান্ত প্রার্থনীয়। বি এ, এম এ ডেপুটি পোষ্ট মাষ্টার হইলেই যে, পোষ্টাফিসের দোষ নিবারণ হইবে আমরা সে আশা করি না। ইহাতে কর্ত্তৃপক্ষের খানিকটা দোষ আছে। সেই দোষটী নিবারণ হইলেই পোষ্ট আফিসে গোলমাল অনেক নিবারণ হইতে পারে। পত্র প্রেরক ধানয়ারে থাকেন, গিরিধীর অধীনে ধানয়ারে একটী সামান্য ব্রাঞ্চ পোষ্ট আফিশ আছে, সম্ভবতঃ তথাকার কার্য্য দেখিয়া স্থির করিয়াছেন যে, পোষ্ট আফিসের কর্ম্মচারীরা নিতান্ত কুড়ে, পত্রের শীরনামাটাও ভাল করিয়া পড়ে না, বিশেষতঃ কয়েক খানি চিটী মিস্‌ছেণ্ট হওয়ার মস্তিষ্কাধিক্য শীর বেদনা উপস্থিত হইয়াছে, আমরা নিকটে থাকিলে সংবাদ পত্রের সাহায্য না লইয়া ঠাণ্ডা পানির সাহায্য লইতে বলিতাম। আমরা স্বীকার করি, অধিকাংশ পত্রের গোলমাল ট্রাভলিং পোষ্ট (রেলওয়ে ডাক গাড়ি) দ্বারা হয়, কেবল যে ডাক গাড়ির দোষ, তাহাও নহে, সেখানেও কর্ত্তৃপক্ষের দোষ দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক ডাক গাড়িতে তিন জন ক্লার্ক থাকেন (সম্প্রতি চারি জন হইয়াছে) হেড ক্লার্ক রেজিষ্টরি চিটীর হিসাব রাখেন, থার্ড ক্লার্ক পত্রে শিল ও প্যাক করেন, সেকেন ক্লার্ককে পত্র পড়িয়া সর্ট করিতে হয়। কি ইংরেজী কি বাঙ্গলা, কতক গুলি এরূপ ব্যস্ত বাগিস লেখক আছেন, যাহাদের লেখা মড়ার মাথার বিধাতা পুরুষের অক্ষরের ন্যায় বলিয়া প্রতীতি হয়। সে লেখা গুলি এরূপ কদক্ষর যে দেখিবা মাত্র পাঠ দূরে থাকুক অবসর মত ৪।৫ জনে যুটীয়াও কিছু করিয়া উঠিতে পারা যায় না। এ দিকে সরটীং ক্লার্ককে ৮।১০ মিনিটের মধ্যে শত ২ পত্র পড়িতে হয়, তদ্ভিন্ন রেলওয়ে ডাক গাড়ির বাক্‌সে যে সমস্ত দেশীয় পত্র পড়ে তাহার ইংরেজীতে ঠিকানা লিখিতে হয়, এরূপ স্থলে বেনারসের পত্র বম্বে যাইবার কত সম্ভাবনা। আর দুই জন করিয়া ডাক গাড়িতে ক্লার্ক নিযুক্ত করিতে কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ কর দেখিবে অনেক গোলমাল কমিবে। এক্ষণে দিগ্গজ মহাশয় বুঝিয়া লউন পোষ্ট আফিসের দোষ আংশিক কর্ত্তৃপক্ষীয়দের জানিত কি না। যদি বল তবে লোকাল পোষ্ট আফিসের পত্রের গোলমাল হয় কেন? সেখানেও অল্প লোকের জন্য। পোষ্ট আফিসে যে পত্রের গোলমাল হয়, তাহা বিদ্যা বুদ্ধি অল্পতার জন্য নহে, গবর্ণমেণ্টের কৃপণতার জন্য।

কজরা
২০এ ফেব্রয়ারি } এক জন ডেপুটি পোষ্ট মাষ্টার।

গোহাটি হাই স্কূল।

সম্পাদক মহাশয়! আপনি শ্রবণ করিয়া থাকিবেন যে, এতৎ গৌহাটীস্থ হাই স্কুলটী আগামী মাসের ১লা হইতে জেলা স্কুল রূপে পরিণত হইবেক। ইহা কি সামান্য আক্ষেপের বিষয় বিবেচনা করেন। আসাম হিতার্থী ব্যক্তি মাত্রই যে এই বিষম শোচনীয় ব্যাপারে যৎ পরোনাস্তি খেদান্বিত হইবেন ইহাতে সন্দেহের লেশ মাত্র নাই। দেখুন, বঙ্গ দেশে কত শত হাই স্কুল ও কলেজাদি আছে; ইদানিং আশাম, বঙ্গ দেশের ন্যায় যখন একটী স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া খ্যাত হইয়াছে, এখানে নিদান পক্ষে একটী হাই স্কুলও থাকা কি উচিত করে না। উচ্চ শিক্ষার্থী হইয়া স্বদেশে তদুপযুক্ত বিদ্যালয় অভাবে ভিন্ন ও দূর দেশে প্রস্থান করা সাধারণের পক্ষে কি সহজ ব্যাপার মনে করেন। জিজ্ঞাসা করি, গত বৎসর এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় আসাম হইতে যে ১০।১২ জন ছাত্রি পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছে তন্মধ্যে কয় জন কালেজ জইন করিয়াছে? বোধ হয় ২।৩ জনের অধিক নন; আর তাহারাই যে পিতা, মাতা, ভ্রাতাদি বন্ধু বর্গ হইতে বিবর্জ্জিত হইয়া, ক্রমাগত দুই বৎসর কাল নানা প্রকার যন্ত্রণা সহ্য করিয়া থাকিতে পারিবেক তাহারই বা সম্ভাবনা কি। গৌহাটী হাই স্কুলটী যদি কর্ত্তৃপক্ষের বিষ দৃষ্টি তলে পতিত না হইয়া সজীব থাকিত, বিদ্যোন্নতি ও জ্ঞানোন্নতির পথ কি এরূপ কণ্টকাকীর্ণ হইত? তাহা সজীব থাকিলে উল্লিখিত ছাত্রেরা ধনী কি নির্ধন অনির্ব্বিশেষে আরও দুই বৎসর কাল অনায়াসে বিদ্যানুশীলনে সক্ষম হইত। পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষোত্তীর্ণ হউক আর না হউক দুই বৎসর বিদ্যানুশীলনে যে অপেক্ষাকৃত সমধিক উন্নতি লাভ করিত ইহার আর সন্দেহ নাই। সেই স্থলে, এণ্ট্রান্স পাশ করিতে যেটুকু বিদ্যার আবশ্যক এইক্ষণ তাহারা তাহাই সম্বল লইয়া কায২ করিয়া উন্মাদের ন্যায় আপীষ২ টো টো করিয়া বেড়াইতেছে। এতদ্দারা ভবিষ্যতে দেশের উন্নতি কি অবনতি হইবার সম্ভাবনা সহজে বুঝিতে পারেন। হায়! অবশেষে আসামের ভাগ্যে কি এই ছিল?

গৌহাটী
২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৮৭৬। } শ্রীঃ—

☞ এই পত্রিকা কলিকাতা, বাগবাজার আনন্দ চাটুর্য্যের গলি ২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়